

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বাঁকুড়ার মেজিয়ায় শ্যাম সিনেের ইম্পাত কারখানা



সম্প্রসারনের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রকল্পে লগ্নি হবে ১৫০০০ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে ২০০০০ লোকের। পরোক্ষ সুবিধা হবে লক্ষাধিক মানুষের।

রবিবার: উত্তরবঙ্গের ১০৪ কিলোমিটার কাঁটাতারহীন সীমান্ত



খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের জুমাগাছ সীমান্ত চৌকিতে গিয়ে দূরবীন দিয়ে দেখলেন সীমান্তের পরিস্থিতি। কথা দিলেন স্মার্ট সীমান্ত তৈরির।

সোমবার : হাওড়ার সাঁকরাইলে অনুষ্ঠিত হল আমূল দই কারখানার



শিলান্যাস ভূমিপুঞ্জো। ৭০০ কোটির এই দই কারখানা হবে বিশ্বের বৃহত্তম বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। এই উপলক্ষে আয়োজিত মিটিং-টিনের কনভেনশন সেন্টারের মধ্যে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমর্য মন্ত্রী অমিত শাহ।

মঙ্গলবার : প্রাক্তন বিচারপতি সুশান্ত চ্যাটার্জির নেতৃত্বে গঠিত ২১



জুলাই কমিশনের চেপে রাখা রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রিপোর্টে দেখা গেল হাপিস করে দেওয়া হয়েছে অনেক নথি, সুপারিশ মত দেওয়া হয়নি ক্ষতিপূরণ।

বুধবার: নিটের প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে নরেন্দ্র মোদীর ইস্তফা



চেয়ে লোক কল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে রাখল গান্ধীর ধনী ঘিরে তুলকালম হল দিল্লিতে। অনুরোধে কাজ না ওওয়া রাষ্ট্রা থেকে পাঁজাকোলা করে রাখলকে তোলা হয় পুলিশের বাসো। প্রিয়ান্কা, অখিলেশ সহ অন্যান্যদেরও গ্রেপ্তার করা হয়।

বৃহস্পতিবার: অসৎদেয়ি আচরণের জন্য বিধানসভা থেকে



১ দিনের জন্য সাসপেন্ড হলেন মমতাপন্থী বিধায়ক কুনাল ঘোষ, মার্শাল দিয়ে বার করে দেওয়া হয় তাঁকে। ওই একই দিনে মহিলা সাংসদের সঙ্গে অসভ্য আচরণের জন্য পুরো সংসদের বান্দ অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড হলেন কল্যাণ ব্যানার্জী।

শুক্রবার: গভীর রাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিট প্রশ্ন



ফাঁস নিয়ে সুবিচারের বার্তা দেবার পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রেখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংহের উপস্থিতিতে অনশন ভাঙলেন সোনম ওয়াংচুক।

● **সবজাতা খবরওয়ালা**

সরকারের সংবেদনশীলতার অভাবে ছাত্র বিক্ষোভে ঢুকছে দেশবিরোধীতার বিষ

ওঙ্কার মিত্র

একটা সুযোগের অপেক্ষা। ছাত্র-যুব অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে দিতে একটা আন্তর্জাতিক চক্র সক্রিয় রয়েছে ২০১০ সালের পর থেকেই। জেন-জি প্রজন্মের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী গণসংহতির উত্থান বলে দেয় যে, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, ক্ষমতা থেকে বঞ্চনা এবং বিশেষত দুর্নীতির কারণে যুব বিক্ষোভগুলো চালিত হয়। আন্দোলনগুলো শক্তিশালী হতে পারলেও গুরুতর দমনপীড়নের সম্মুখীন হয় এবং কাঠামোগত অভিযোগগুলো খুব কমই দ্রুত সমাধান করতে পারে। সংগঠিত

হওয়ার প্রক্রিয়া প্রায়শই বিকেন্দ্রীভূত এবং নেতৃত্বহীন হয়, যা আন্দোলনের প্রসারে সাহায্য করলেও দর কষাকষি সালের গণঅভ্যুত্থান; নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, সার্বিয়া, পেরু এবং ফিলিপাইনের দুর্নীতিবিরোধী



এবং রূপান্তরকে জটিল করে তোলে। আলোচিত ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে তিউনিসিয়ার ২০১০ গণসংহতি; শ্রীলঙ্কা (২০২২) ও বাংলাদেশ (২০২৪) থেকে আন্দোলনের বিস্তার, যেখানে

হুগলীতে পাটের অভাবে ঝুঁকছে একাধিক জুটমিল

মলয় সুর : হুগলির বিভিন্ন জুটমিলগুলিতে কাজের সময় কমিয়ে উৎপাদনের হার কমিয়ে আনা হয়েছে, কোথাও শ্রমিকদের তরফে দাবি উঠছে, পূর্ণ সময় কাজ না হলে ‘লে অফের’ টাকা দেওয়া দরকার। আবার কোথাও বন্ধ মিল খুললেও সব শ্রমিককে এখনও কাজে নেওয়া হয়নি, এখনও অনেক জুটমিল বন্ধ রয়েছে। হুগলীতে ১৬টি জুট মিল রয়েছে। কোথাও শান্তি নেই, শ্রমিকদের ও শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ক্ষমতার নেমেছে ৪০ শতাংশ।

শ্রীরামপুরের ইন্ডিয়া জুটমিল দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সবে খুলেছে, রিষড়ার গয়েলিংটন, চাঁপদারি নর্থব্রক বন্ধ, ভিক্টোরিয়া জুটমিলে কমে শ্রমিক ৩২০০ জন

রয়েছে। উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ১৪২ টন, মিলের সিটু ইউনিয়ন সম্পাদক মহম্মদ কাশেম বলেন, বাইরে থেকে সুতো কিনে এনে



উৎপাদন চালু রাখছেন কর্তৃপক্ষ। ফলে ১৬০০ জন শ্রমিক প্রতিদিন কাজ পাচ্ছেন না, তাই আমরা শ্রমিকদের জন্য লে-অফের ব্যবস্থা করছি, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কোনও

অসহায়। পাটের জোগান স্বাভাবিক হলেই ফের চলবে। চন্দননগরের গোদলপাড়া জুটমিল ও রিষড়ার হেস্টিংস একই মালিক।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

ভরাটের কবলে রেলের পুকুর

সূত্রত মণ্ডল, **সোনারপুর** : সোনারপুর রেল স্টেশনের ১ নম্বর প্র্যাটফর্মের টিকিট কাউন্টারের সামনে রেলের জমিতে ২ বিঘা পুকুর ধীরে ধীরে দিনে দুপুরে ময়লা, আবর্জনা দিয়ে ঠান্ডা মাথায় অসামু্য একটি চক্র ভরাট করছে। এখানে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন? রেলের আধিকারিক এবং আরপিএফ কি ঘুমাচ্ছে? দুর্ভুক্তী জাগছে।

সোনারপুর রেলের জমিতে পুকুর বুজিয়ে বাসস্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ড, গাড়ি স্ট্যান্ড, ক্লাব ঘর গজিয়ে উঠছে। পথ চলতি সাধারণ নাগরিকদের একটা প্রশ্ন রেল কর্তৃপক্ষ তাহলে জেনেও নিরব? প্রতিদিন পড়ছে লরি লরি ময়লা। রেলের ভাড়া বিস্ত্রি কন্সট্রাকশনের কাজের ইট, বালি,

রাবিশ সবই ফেলেছে ওই পুকুরে। এ বিষয়ে স্টেশন মাস্টার থেকে



ম্যানেজার সবাইয়ের মুখে কুলুপ এঁটেছেন আলিপুর বার্তার প্রতিনিধির কাছে। তারা কোন কথাই বলতে নারাজ। সোনারপুরবাসীর দাবি, এটি

আগে বড় জলাশয় ছিল। নোংরা আবর্জনা ফেলে ফেলে এটি আস্তে

বাংলাদেশ, নেপাল, মাদাগাস্কার এবং পেকতে রূপান্তরের গতিপ্রকৃতি উন্মোচিত।

সমীক্ষার তথ্য থেকে একটি সাধারণ পর্ববেক্ষণ হল, জেন জি যাদের বয়স ১৬ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে তারা রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং গণতন্ত্রের প্রতি মোহমুক্ত। তবুও, বিশ্বজুড়ে অকার্যকর সরকারগুলোর মধ্যে পরিবর্তন ও জবাবদিহি করার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টাগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে যুব সংগঠন। শুধু এই বছরেই, ইন্দোনেশিয়া থেকে কেনিয়া এবং মাদাগাস্কার থেকে পেরু পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে “জেন-জি বিক্ষোভের” ঢেউ বয়ে গেছে।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

সেবাশ্রয় প্রকল্পে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি দিয়ে বিপদে নার্সিংহোম মালিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবারে ডায়মন্ড ভিলেজে বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল সাউথ ২৪ পরগনা নার্সিংহোম এন্ড ডায়গনস্টিক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। যেখানে প্রায় ২২২ জন মালিক পক্ষ উপস্থিত ছিলেন। অভিধি হিসেবে ছিলেন ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পাভা, সাতগাছিয়ার বিধায়ক অগ্নিশ্বর নন্দর এবং ডায়মন্ড হারবারের বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দীপক হালদার প্রমুখ। এই সম্মেলনে বিক্ষোভের অভিযোগ করেন নার্সিংহোমের মালিকরা।

সংগঠনের সভাপতি ডা. জহিরুল ইসলাম বলেন, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে প্রতিটি বিধানসভায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি সেবাশ্রয় প্রকল্পের আয়োজন

করেন।

রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর পর এই প্রথম ২১শে জুলাই উদযাপন করলো কালীখাট তৃণমূলপন্থীরা। দুমাসের মধ্যেই দল ভেঙে ছারখার হয়ে গেছে। অধিকাংশ তৃণমূলের বিধায়করা খতব্রত তৃণমূলে সামিল হয়ে গেছে। তারাও ২১শে জুলাই উদযাপন করেছে কলকাতার মেয়ো রোডে। পুলিশ সূত্রে খবর, বিডলা তারামগুলের সামনে কালীখাটপন্থী তৃণমূলের সভায় লোক ছিল প্রায় ৬ হাজারের মতো। সেই সভাতে হাতে গোনা কয়েকজন বিধায়ক সাংসদকে নিয়ে মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেক ব্যানার্জি শ্রীদ তর্পণ উদযাপন করলেন।

অনেকেই ভেবেছিলেন দু মাসে হয়তো দলের যা হাল এবং

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অধিকাংশ বড় ছোট নার্সিংহোম থেকেই বিভিন্ন সহযোগিতা চাওয়া হয়েছিল। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর আগু-সহায়ক



সুমিত রায়, কখনো জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা এবং সিএমওএইচরা আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই বিভিন্ন নার্সিংহোমের মালিকরা তাদের

যা পরিস্থিতি তাতে হয়তো মার্জিত



অভিষেক ব্যানার্জি ভাবলেন ২ মাসেই বোধহয় তৃণমূল কংগ্রেস আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মমতা ব্যানার্জি বলেন, ‘অভিষেকের বিরুদ্ধে ৪০০ কেস করা হয়েছে ও বাধের মতো লড়ছে। আপনারা ভয় পাবেন না। রাস্তায় বের

হন। বিজেপির ভাত খাওয়ার থেকে



জেলের ভাত খাওয়া ভালো।’ অভিষেক ব্যানার্জি তার বক্তব্যে আবারো সেই হুংকার আঞ্চালন

১২৫ দিনের কাজে লোকেশন লক

সুভাষ চন্দ্র দাশ : রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে প্রচুর দুর্নীতির অভিযোগ ছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রাজ্যে এবার চালু হচ্ছে ১২৫ দিনের কাজ। এখানে যাতে দুর্নীতির অভিযোগ না উঠে তার জন্য পুরো বিষয় স্বচ্ছতা আনতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার, তাই নয়া সিস্টেম চালু করতে চলেছে নবান্ন। নতুন নিয়মে এবার কাজের জায়গা থেকেই হাজিরা দিতে হবে। যার পোশাক ই নামে বলা হচ্ছে ‘জিও ফেলিং’ প্রযুক্তি। সহজ ভাষায় কাজের এরিয়াকে ডিজিটাল বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হবে।

কীভাবে কাজ করবে? কাজ শুরুর আগে সুপারভাইজারকে তার ফোন দিয়ে কাজের জায়গার ম্যাপ বানাতে হবে। এরপর শ্রমিকরা ওই ১০ মিটারের মধ্যে থাকলেই তবেই মিলবে টাকা। কেউ এরিয়া ছেড়ে বেরিয়ে গেলেই সিস্টেমে লাল নিশান পড়ে যাবে এবং সেই শ্রমিক অনুপস্থিত বলে ধরা হবে। পারিশ্রমিকের টাকা আটকে যাবে। প্রশাসনের কর্তাদের দাবি, এর ফলে ভুয়ো হাজিরা, কাজ না করেই টাকা তোলা, এক জায়গার কাজ অন্য জায়গায় দেখানো সব বন্ধ হবে। এর ফলে উপভোক্তার সারসরি উপকৃত হবেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কয়েকটি ব্লকে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে কাজ শুরু হয়েছে। আধিকারিকরা আশা করছেন এই প্রযুক্তি চালু হলে ১২৫ দিনের কাজে স্বচ্ছতা ফিরবে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার কয়েকটি ব্লকে শুরু হয়েছে ১২৫ দিনের কাজের কর্মসূচি।

এরপর **দুয়ের** পাতায়

শৃঙ্খলা ফেরাতে নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে: নিখিল ব্যানার্জি

তারাণীঠ মন্দির কমিটির নব নিযুক্ত সভাপতির মুখোমুখি **কুনাল মালিক**

দুমাস হল রাজ্য সরকার পরিবর্তন হয়েছে। ১৫ বছর পর তারাণীঠ মন্দির পরিচালন কমিটিরও পরিবর্তন হয়েছে। ১৭ সদস্য নিয়ে নতুন পরিচালন কমিটি তৈরি হয়েছে। সভাপতি হয়েছেন নিখিল ব্যানার্জি, সম্পাদক হয়েছেন পুলক চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি তারাণীঠে গিয়ে সভাপতি নিখিল ব্যানার্জীর বাসভবনে তার মুখোমুখি হয়েছিলাম নতুন কমিটির নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানার জন্য।

কথার শুরুতেই প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, এবছর রথযাত্রার দিন রথে বসিয়ে মা তারাকে যে প্রদক্ষিণ করা হয় সেই ধর্মীয়

অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ছিল চোখে পড়ার মতো। গর্ভগৃহে যেমন পাণ্ডাদের রাজ চলে তেমনি রথোতেও পাণ্ডাদের সেই তৎপরতায় বিবর্ত পূর্ণাঙ্গীরা। পর্যাপ্ত পুলিশ ব্যবস্থাও ছিল না। পরিচালন কমিটির নতুন যে কমিটি প্রথম এত বড় অনুষ্ঠানের আয়োজনে কি ব্যর্থ হল? নিখিল বাবু বলেন, ‘প্রথম বছরে আমাদের অভিজ্ঞতা ছিল না তাই কিছুটা সমস্যা হয়েছে। রথোতে চারজন পান্ডার থাকার কথা ছিল কিন্তু ১০ জন উঠে পড়েছিল। পরে অবশ্য আমরা অধিকাংশকেই নামিয়ে দিই। রাস্তা দুধারের মানুষ মা তারাকে দর্শন করতে পেরেছেন। আগামী বছর আরও সুশৃঙ্খলভাবে রথযাত্রার অনুষ্ঠান হবে।’ নিখিল ব্যানার্জি বলেন, ‘নতুন পরিচালন কমিটি বেশ কিছু নতুন নিয়ম কানুন পয়লা



শ্রাবণ থেকে শুরু করেছে। এখন প্রতিদিন ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে মন্দির খুলে যাবে।

দুপুর ১২ টা থেকে ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত মাঝে ভোগ নিবেদন করা হবে। ওই সময়

গর্ভগৃহে পূন্যার্থীদের প্রবেশ নিষেধ। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত সন্ধ্যারতি হবে। ওই সময় গর্ভগৃহ বন্ধ থাকবে। তারপর রাত ১০ টা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকবে। আপাতত সীমিত সংখ্যক ৫০০ টাকার ভিআইপি কুপনের ব্যবস্থা থাকবে। পরবর্তী সময়ে ওই কুপন অনলাইনের মাধ্যমে কাটতে হবে। কারণ সৈনন্দিন মন্দিরের একটা খরচা আছে। সেই খরচ ওই ভিআইপি কুপনের টাকা থেকে খরচ করা হবে। ৩০ মিনিট সাধারণ দর্শনার্থীর জন্য লাইন চলবে, ২০ মিনিট ভিআইপি কুপনের জন্য লাইন চলবে এবং ১০ মিনিটের জন্য প্রটোকল লাইনের ব্যবস্থা থাকবে। সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে যাদের সরকারি অ্যাক্রিডিশন কার্ড আছে একটা কার্ডের বিনিময়ে একজনই মন্দিরে

প্রবেশ করতে পারবেন। আগামীদিনে বিভিন্ন সাব-কমিটি তৈরি করে দেওয়া হবে। তারাণীঠের মহাশ্মশানেও বেশ কিছু সমস্যা আছে সেগুলোও ধীরে ধীরে সমাধান করা হবে। আমরা চাইছি শ্মশানের যে একটা গা ছমছমে ব্যাপার ছিল, ঐতিহ্য ছিল সেই ব্যাপারটাকে ফিরিয়ে আনতে। অমাবস্যার বিশেষ তিথিতে মহাশ্মশানে আমন্ত্রণ করে আসা হবে। আমরা কিছু অর্থ মন্দির পরিচালনার জন্য নেওয়া হবে। সামগ্রিকভাবে তারাণীঠ তীর্থক্ষেত্রের যে ঐতিহ্য ও মহাশ্মা আছে তাকে ফিরিয়ে আনাই আমাদের পরিচালন কমিটির মূল লক্ষ্য।

ছবি : অরুণ লোখ

অর্থনীতি

কাঁচা তেলে নাজেহাল

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার অভিজ্ঞ

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখায় বলেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিক্ফিট পরপর দুইদিন ২৪,২০০-এর উপর বন্ধ হলে ২৪,৫০০ স্পর্শ করা কেবল সময়ের অপেক্ষা। বাজার পরপর দুইদিন ২৪,২০০-এর উপর বন্ধ



হল কিন্তু দ্বিতীয় দিনে গ্যাপ ডাউন করে বন্ধ করল কিন্তু তারপরের দিন থেকেই নিচে। আজ এই লেখা যখন লিখছি তখন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিক্ফিট ২৪০৪০-এর কাছাকাছি যা খুব একটা ভালো লক্ষণ নয় বাজারকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। গত সপ্তাহে বাজারের যে রেঞ্জ আমরা দিয়েছিলাম উপরের দিকে ২৪,৭০০ এবং নিচের দিকে ২৪,০০০ বাজার সেই রেঞ্জের

তরফ থেকে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন যা অর্থনীতির রথকে জগন্নাথের রথের পেছন পেছন এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই বাস্তবতা এখন সময়ের চাহিদা। আগামী সপ্তাহের নিরিখে বাজার নিচের দিকে ২৩,৮০০ লেভেল এবং উপরের দিকে ২৪,৫০০-এর মধ্যেই থাকার সম্ভাবনা। জুন মাসের সর্বোচ্চ হাই জুলাই মাস টপকাতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার।

গণ–ডেপুটেশন

প্রথম পাতার
সমস্ত অস্থায়ী কর্মী ও মজদুরদের স্থায়ীকরণ, সমস্ত শৃগাপদ পূর্ণবের দাবিও তোলা হল এই কর্মসূচীতে। পৌর কর্মী ও মজদুরদের জীবন জীবিকার এই গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি নিয়ে এআইটিইউসি, সিআইটিইউ ও এআইসিপিআইউর ইউনিয়নগুলির ডাকে সমবেত ৬টি পৌরসভার পৌর কর্মী ও মজদুরেরা বাকুড়া পৌরসভার প্রধান গেট থেকে এদিন বেলা সাড়ে এগারোটায় বার করেন এক দৃশু মিছিল এবং তা ম্যচানতলা চত্বর

সংকটে পুর পরিষেবা

প্রথম পাতার
যার কারণে বারাসতের সাধারণ নাগরিকরা সঙ্কটে পড়েছেন। নথিতে স্বাক্ষর, তহবিল অনুমোদন সহ পুরকর্মীদের নির্দেশনা দেবার মত কেউ না থাকায় গোটা শহর জুড়ে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে ভারী বর্ষার কারণে ১ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বড় অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে যা ডেমু, মালেরিয়ার আতঙ্ক বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজকর্ম ভেঙে পড়েছে। কাউন্সিলরদের অনুপস্থিতির কারণে।



যদিও বারাসতের বিধায়ক শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সহ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা পুরবোর্ডকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। বিগত বোর্ডের মেয়াদে নিয়োগে অনিয়ম ও বিল্ডিং গ্রাম্য অনুমোদনে জবাবদিহির আতঙ্ক অনুভব করছেন বলে মন্তব্য করেন নাটম প্রকাশে

যে কোনও ধরনের পুর পরিষেবা পাওয়ার ব্যাপারে বাসিন্দাদের রীতিমত ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এই অবস্থা কবে মিটেবে তা কেউই বলতে পারছেন না। পুরবাসীদের অনুরোধ অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালা।

প্রসঙ্গত, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি সকলকে রাস্তায় নামতে বলছেন এমনকি জেলের ভাত খেতে বলছেন, অথচ নিজের ভাইপোর গ্রেপ্তারি এড়াতে রক্ষাকবচের আশায় বারবার হাইকোর্টে পাঠাচ্ছেন নারি–দামী আইনজীবীদেৱা। অনেকেই প্রশ্ন সাধারণ করীৱা যদি জেলের ভাত খেতে পারেন তাহলে ভাইপো জেলের ভাত খাবেন না কেন? যদিও ২৩ জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের

প্রতিরক্ষায় উৎপাদন পূর্বের উন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব ভারতে উৎপাদনের উপর এক বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। নজরে পূর্ব এই শব্দবন্ধটি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে ভারতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে পূর্ব প্রথম স্থান অধিকার করতে চলেছে।

ব্যাবসায়ে অগ্রগতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন অর্থমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গে নতুন ভাবে শিল্পের উদ্যোগ শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় পূর্ব ভারতকে শক্তি দেবে।উপস্থিত ছিলেন সি আই আই– এর পশ্চিমবঙ্গ সিআইআইয়ের সহ সভাপতি প্রতীক্ষী চৌধুরী সহ বনিক সভার সদস্যরা।

বিশ্বে বহুদিনের কৌশলগত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং নতুন নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের প্রতিরক্ষা খাতকে আরও বেশি আত্মনির্ভর ও স্বনির্ভর ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ওঠা অত্যন্ত জরুরি। গত এক দশকে ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি



এটি ১,০০০ কোটিরও কম ছিল, বর্তমানে তা ২৪,০০০ কোটিরও বেশি। বর্তমানে ভারতের তৈরি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, উপ–ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন পরিষেবা বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। ফলে ভারত এখন শুধু প্রতিরক্ষা সামগ্রীর উৎপাদকই নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অপারেশন সিঁদুর–এর সাফল্য দেশীয় প্রযুক্তির উৎকর্ষের উজ্জ্বল প্রমাণ। বিশেষ করে

ছাত্র বিক্ষোভে ঢুকছে দেশবিরোধীতার বিষ

প্রথম পাতার
পর এর ফলাফল মিশ্র: যুব–নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানগুলো সরকারের পতন ঘটিয়েছে, সংস্কারে বাধা করেছে এবং সহিংস সংঘর্ষ ও দমনপীড়ন উস্কে দিয়েছে। সাধারণ মতো কিছু যুব–নেতৃত্বাধীন সংগ্রাম এখনও চলমান। ১৯৯০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ক্ষমতাসীন জাতীয় নেতাদের ক্ষমতাচ্যুত করা বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের জন্য পরিচালিত ৮০ শতাংশ অহিংস আন্দোলনে তরুণদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল, যেখানে আনুমানিক ৬০ বছরের কম বয়সীরাই সম্মুখসারির অংশগ্রহণকারীদের অন্তত এক–চতুর্থাংশ ছিল। ফিলিপাইনের দ্বিতীয় গণশক্তি আন্দোলন, যা ২০০১ সালে জোসেফ এস্ত্রাদাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল; শিভার বিপ্লব, যা ২০০৫ সালে লেবানন থেকে সিরীয় বাহিনীকে বিতাড়িত করেছিল; এবং সুদানের অভ্যুত্থান, যা ২০১৯ সালে ওমর আল–বশিরের ক্ষমতাচ্যুতির কারণ হয়েছিল। এগুলো হলো তরুণদের সক্রিয় সম্মুখসারির অংশগ্রহণের দ্বারা বহুলাংশে চালিত আন্দোলনদের কয়েকটি উদাহরণ মাত্র।

কানোগে এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস–এর তথ্য অনুযায়ী, মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত, গত ১২ মাসে কমপক্ষে ৭৬টি দেশে অন্তত ১২০টি উল্লেখযোগ্য সরকার বিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে, যা ২০১৭ সালের পর থেকে সর্বোচ্চ। ভারতে এবারের নিট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে ছাত্র বিক্ষোভ এবং তাত্বে দেশদ্রোহীতার বিষ ঢালার চেষ্টা এই সিরিজেরই নব সংযোজন।

ভারত এখন একটা অভূতপূর্ব সঙ্কক্ষণের সামনে দাঁড়িয়ে। লক্ষ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১০০ বছর ২০৪৭–এর মধ্যে বিকশিত ভারতে পরিণত হওয়ার। বিশ্বের দ্রুততম গতিতে উঠে আসা ভারতের অর্থনীতিকে অস্তিত্বের লড়াই লড়তে হচ্ছে নানা প্রান্তের যুদ্ধ এবং আমেরিকার মাশুল

ধুকছে একাধিক জুটমিল

প্রথম পাতার
পর ভদ্রেশ্বর শ্যামনগর নর্থ, বাঁশবেড়িয়া গ্যাস্কে সু দুটি ও ইউনিটে উৎপাদন অর্ধেক নেমেছে। আগের তৃণমূল সরকারের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল, কোনওদিন প্রথম উৎপাদন, গেট মিটিং বা মালিকপক্ষের সাথে উৎপাদন বা আলোচনা হয়নি, তবে বাম আমলে প্রায়ই গেট মিটিং হত। তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন প্রতিটি জুটমিলে গিয়ে গেট মিটিং করতেন, শুধু তাই নয় মালিকপক্ষের সাথে ট্রাফিক্কি বৈঠক করতেন। এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার, বর্তমানে জুটমিলে ২৪টি সংগঠন রয়েছে। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের অভিযোগ, বিভিন্ন মিল কর্তৃপক্ষ ‘বদলি’

শ্রমিক দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন, স্থায়ী শ্রমিকদের বসিয়ে রেখে। উৎপাদন খরচ কমালে বাইরে থেকে কাঁচামাল, সুতো কেনা হচ্ছে। ভদ্রেশ্বরে এ্যাস্পাস জুটমিল ৪ চারদিন চলছে, এতে শ্রমিকদের অবস্থা খুবই করুণ, তাত্বে কারোই ঠিকমতো সংসার চলে না, তাই অনেকেই জুটমিলের চাকরি ছেড়ে টোটো চালাচ্ছে, অনেকেই বেকার। আগের সরকারের জন্যই রাজ্যের জুটমিলগুলির পরিস্থিতি তলানিতে ঠেকেছে, যদিও প্রতিবছরই ওই সময়ে কাঁচা পাটের অভাব হয়। শ্রীরামপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ডাটচাচার্য বলছেন, আমরা সার্বিকভাবে জুটমিলের হাল ফেরাতে বদ্ধ পরিকর।

লোকেশন লক

প্রথম পাতার
পর যা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই দিল্লি থেকে কয়েকজন আধিকারিকরা এসে পুরো বিষয়টি সরেজমিনে দেখেও গেছেন। এরপর সারা জেলাতেই চালু হবে ১২৫ দিনের কাজ। তবে সর্বত্র জিও ফেলিং দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভান্ডড় ও সাগর ব্লকে ১২৫ দিনের কাজের কর্মসূচি শুরু হলেও আগামী দিনে তা জেলার ৩১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কাজ চলবে। প্রতিটি ব্লক এ প্রায় ৫০ হাজার করে জব কার্ড হোস্তার আছে। এই কাজে অক্ষ শ্রমিকরা ৬০০ টাকা মজুরি পাবেন এবং অল্প দক্ষ শ্রমিকরা সাড়ে ৪০০ টাকা মজুরি পাবেন বলে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে যে মজুরি পাওয়া যেত তার থেকে বেশ খানিকটা বাড়ানো হল। ১০০ দিনের কাজে ২৬০ টাকা মজুরি পাওয়া যেত। এই কাজের মাধ্যমে কাঁচা তেল–নেট্রী জেলেরা, জনপ্রতিনিধি ছিলেন তারা আরও বিপদের মধ্যে পড়ে গেলেন।

আক্রমণের সঙ্গে। প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলংকা জেন জি বিক্ষোভের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রতিবেশি পাকিস্তানে মৌলবাদীদের দাপাদাপি বাড়ছে। অস্ত্রির অবস্থা বাণুচিন্তান, পাক অস্ত্রিকর কাশ্মীরে। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে ভারতকে টাণ্টেই করছে পাক কর্তৃরপস্থিরা। পাকিস্তান–আফগানিস্তান সংঘর্ষ নতুন সমীকরণ তৈরী করছে। চিন–আমেরিকা ভারতকে অস্ত্রির করতে মদত দিচ্ছে ভারতের প্রতিবেশীদের। বিষয়ে নিতে চাইছে ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। এত প্রতিকূল পরিস্থিতি সামাল দিয়েও একটি রাষ্ট্রবাদী দল এবং তাদের জোট কেন্দ্র সহ বিভিন্ন রাজ্যে গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় আসছে, স্থায়ী সরকার উপহার দিচ্ছে, আভ্যন্তরীণ মৌলবাদী কর্তৃরপস্থী আন্তর্জাতিক শক্তিশুল্লির। এই আভ্যন্তরীণ শান্তি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঠেকাতে তাই এবার টুকরে টুকরে গ্যাং–এর হাতিয়ার ছাত্র, জেন জি, সম্প্রতি গজানো আরশোলা পাটি আর কংগ্রেস সহ ভারতের বিরোধী দলগুলো যারা গণতান্ত্রিক পথে বার বার মানুষের দরবারে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে।

তবে এটা বলতেই হবে এই সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে শিক্ষিত সমাজের উপর একের পর আঘাত। কখনও প্রশ্ন ফাঁস, কখনও চাকরির পরীক্ষায় জালিয়াতি, কখনও নিয়োগে দুর্নীতি এবং এসবের কোনও সুবিচার না হওয়া ভারতের শিক্ষিত ছাত্র, যুবদের দেওয়ালের শেষপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। এমন থেকে কিরতে হলে প্রতিবাদ–বিক্ষোভ ছাড়া সামনে কোনােও পথ খোলা নেই। তাই এবারের নিট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদ মোটেই অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। দায় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি ওঠাও নতুনত্ব কিছু নয়। কিন্তু এই

কবলে রেলের পুকুর

প্রথম পাতার
পর যেখানে সোনারপুর স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন বানানো হচ্ছে। সেখানে মূল প্রবেশদ্বারের পুকুরের এই করুণ দশা। ২ বিঘা পুকুর মানে বর্ষায় ২০ লক্ষ লিটার জল ধরার ক্ষমতা। পরিবেশবিদদের আশঙ্কা সেটা ভরাট করলে সোনারপুর স্টেশন রোড, কামালগাজী যাওয়ার রাস্তা ডুবতে পারে। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারবার বলছেন, কোথাও কোন জলাশয়, ডোবা–পুকুর ভরাট করা যাবে না। রেলের এই জমি ছাড়াও, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে অবৈধভাবে পুকুর ভরাট চলছে।

সমাজের সাধারণ নাগরিকদের প্রশ্ন, নতুন সরকার আসার পরে আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ অবৈধভাবে সমস্ত বেসাইনি নির্মাণ এবং পুকুর ভরাট বন্ধ করুন। তাহলে সাধারণ মানুষ আপনাদের উপরে আস্থা রাখবে।

বিপদে নার্সিংহোম মালিকরা

প্রথম পাতার
পর যদিও নার্সিংহোমের কোন যন্ত্রপাতি বাইরে দেওয়া উচিত নয় কিন্তু বাধ্য হয়েই বলতে পারেন জলুমবাজির শিকার হয়েছিলাম আমরা। আমাদের কাছে সহযোগিতা চাওয়ার কোন লিখিত আবেদন নেই এ কথা ঠিকই কিন্তু মৌখিকভাবে চাওয়া হয়েছিল। পালাবদলের আগে যা পরিস্থিতি ছিল রাজনৈতিকভাবে কত চাপ ছিল সে তো আপনারা সকলেই জানেন। তাই বাধ্য হয়েই একপ্রকার আমাদের জিনিসপত্র দিতে হয়েছিল।

সম্প্রতি এই বিষয়গুলি নিয়ে বিভিন্ন থানায় অভিজিৎ দাস ওরফে রবি বিভিন্ন এক্সআইআর দায়ের করেছেন সাংসদ অভিষেক বানার্জি ও তার সঙ্গী সাধীদের বিরুদ্ধে। এর ফলে এখন পুলিশ ধরপাকড় শুরু হয়েছে। বিভিন্ন নার্সিংহোমে পুলিশ যখন তখন চলে আসছে। আমাদের জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করছে অথচ আমরা যে সমস্ত জিনিসপত্র দিয়েছিলাম তা এখনো অনেকেই ফেরত পাননি। আমরা এখন একটা বিপদের মধ্যে পড়েছি। এমনকি আমাদেরও তো একটা মন সম্মানের ব্যাপার আছে কারণ যখন তখন পুলিশের লোকজন নার্সিংহোমে ঢুকে পড়ছে। আমরা বিষয়টি বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েছি, সেই সঙ্গে এবার

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২৫জুলাই – ৩১ জুলাই, ২০২৬

মেঘ রাশি : এই সপ্তাহে মেঘ রাশির জন্য অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করবে। ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ উন্নতি করতে সাহায্য করবে। বাড়িতে নিকটাত্মীয়দের আগমন হতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিলম্ব ঘটাতে পারে। ব্যক্তিগত বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখুন। তরুণদের উচিত অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর না করে নিজেদের ক্ষমতার উপর আস্থা রাখা।

বৃষ রাশি : এই সপ্তাহে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। পলিসি বা বিনিয়োগে অর্থসাহায্য করার পরিকল্পনা করার জন্য সময়টি অনুকূল। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দিন। আপনার অসাবধানতা চলমান কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এই সময়ে কোনো ধরনের ভ্রমণ করা সমীচীন নয়।

মিথুন রাশি : আপনার দৈনন্দিন কাজের বাইরেও কিছু নতুন তথ্য পাবেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো পরিক্ষেপ নেওয়ার আগে, কাগজপত্র ভালোভাবে যাচাই করে নিন। অতীতের নেতিবাচক ঘটনিকে বর্তমানের উপর প্রভাব ফেলতে দেবেন না। উত্তেজনার বশে অতিরিক্ত খরচ আর্থিক সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই আপনার বাজেট সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

কর্কট রাশি : অন্যদের চোখে আপনার ভাবমূর্তি উন্নত হবে। সম্পর্কও আরও দৃঢ় হবে। আত্মীয়দের সাথে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। তরুণ–তরুণীদের কোনো একটি কাজের ফলে সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পেতে পারে। প্রতিবেশীদের সাথে

সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন। এই সময়ে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেনে জড়িত হওয়া উচিত নয়।
সিংহ রাশি : সম্পত্তি–সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা সময়মতো সমাধান হয়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও কর্মজীবন–সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সময় নিজের সিদ্ধান্তগুলোকে অগ্রাধিকার দিন। ভাইদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা আপনার দায়িত্ব। আপনার সময় সঠিকভাবে পরিচালনা করুন।

কন্যা রাশি : এই সময়ে গ্রহের অবস্থান খুবই অনুকূল। আপনার কাজের প্রতি উৎসাহ আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। তরুণ–তরুণীরা তাদের প্রকল্প সম্পর্কিত কিছু অর্জন করে আনন্দিত হবে। তাড়াছড়ো করে সিদ্ধান্ত নিলে সমস্যা হতে পারে। এটি আপনার সম্পর্কের উপরও প্রভাব ফেলবে। শান্তভাবে আপনার মতামত প্রকাশ করুন। অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের কারণে সম্ভাবনা একগুঁয়ে হয়ে উঠতে পারে।
তুলা রাশি : আপনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্যে নতুন সুযোগ পাবেন। সাফল্য অর্জন হবে। এই সময়ে করা কোনো ভ্রমণ ইতিবাচক ফল দেবে না। মাঝে মাঝে, অপ্রয়োজনীয় রাগ এবং বিরক্তি দেখা দিতে পারে। বাড়ির বড়দের পরামর্শ মেনে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আপনার পরিশ্রমের ইতিবাচক ফল পাবেন। তরুণ–তরুণীরাও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও সক্রিয় ও মনোযোগী হবে। তাড়াহুড়ো করে বা আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ঐর্ষ্য ও সংঘম বজায় রাখুন। যানবাহন বা দামী ইলেকট্রনিক যন্ত্র

বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে খরচ হবে।

শ্রু্ন রাশি : সমস্ত পরিকল্পিত কাজ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হবে। সম্ভানদের ভবিষ্যতের জন্য করা কিছু পরিকল্পনাও সফল হবে। নেতিবাচক চিন্তাভাবনাকে আপনাকে কাবু করতে দেননি না। অজান্তে ব্যক্তিদের সাথে কিছু সময় কাটান। আদালত–সংক্রান্ত একটি বিষয় জটিল হয়ে উঠতে পারে। সরকারি কর্মকর্তার সহায়তায় সমাধান হয়ে যাবে।

মকর রাশি : সঠিক সময়ের যথাযথ ব্যবহার আপনার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করবে। এই সময়টি বিশেষ করে মহিলাদের জন্য অনুকূল, যারা ব্যক্তিগত এবং পেশাগত কাজকর্ম সুসংগঠিতভাবে পরিচালনা করবেন। সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পেতে পারে। প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক নষ্ট

করবেন না। আর্থিক লেনদেনে স্বগিত রাখাই শ্রেয়।
কুম্ভ রাশি : ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে পারেন। বন্ধুদের সাহায্যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আবেগপ্রবণতা এবং অসাবধানতার মতো দুর্বলতা কাটিয়ে উঠুন। ভুল এড়াতে, কোনো কাজ শুরু করার আগে তা পুনর্বিবেচনা করুন। ভালোভাবে বিবেচনা না করে অন্যদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

মীন রাশি : প্রতিপক্ষরা আপনার সামনে টিকতে পারবে না। বেশিরভাগ সময় গৃহস্থালীর কাজে ব্যয় হবে। সন্ধান ও মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। কোনো নতুন কাজ শুরুর করার আগে দুবার ভাবুন। কখনও কখনও আপনার সন্দেহপ্রবণ স্ভাব্য আপনার এবং অন্যদের জন্য সমস্যা

তৈরি করে।

শব্দবার্তা ৪০০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি
২. সর্বদা, নিরন্তর ৪. সারেগামা ৫. সৌহমল, জং ৭. যুদ্ধ ৯. বর্ষীয় রাস্তাঘাট এখনই হয় ১০. নিজ গৌরব, স্বাস্থ্যসন্ধান।
উপর–নীচ
১. সাবালক অবস্থা, যৌবন ২. বাদল দিনের–কদম ফুল ৩. অসীম ৬. প্রজাকে জমিদারের বা সরকারের দেওয়া খাজনার রসিদ ৮. আয়, রোজগার ৯. এই পাড়া বিখ্যাত অভয়াগার।
সমাধান : ৩৯৯
পাশাপাশি : ১. ছবিপাক ৪. ঘন ৫. সবাকচিত্র ৭. অন্ধত্ব ৯. শংসা ১০. বারদিগর ১১. ছক ১২. এককাঁড়ি।
উপর–নীচ : ১. ছন ২. পারাবার ৩. কলর ৪. ঘনাক্ষকার ৬. চিটিংফাক ৮. অগস্তক ১০. বাইরে ১১. ছড়ি।

অমাবস্যার কোটালে ভয়াবহ ভাঙন



নিজস্ব প্রতিনিধি, **গঙ্গাসাগর** : অমাবস্যার কোটালের জেঁরে গঙ্গাসাগরে ফের ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে। কপিলমুনির আশ্রম থেকে ১ নম্বর থেকে ৬ নম্বর ঘাটের বিভিন্ন অংশ নতুন করে ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি সেরেজমিনে খতিয়ে দেখতে দ্রুত ঘন্টাখুল পরিদর্শন করেন সাগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কানাইয়া কুমার রাও, গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার ওসি এবং শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকেরা। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষার আগে এভাবে ভাঙন হলেও মেলা চলাকালীন কোটি কোটি টাকার কাজ করেও স্থায়ী কোনো

তৃণমূল নেত্রীর বাড়ি ঘেরাও

রবীন দাস, **পাতরপ্রতিমা** : দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায় আবাস যোজনায় কাটমানি, জমি দখল এবং এক প্রবীণ ব্যক্তিকে অপমান করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ২৩ জুলাই সকাল থেকে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেত্রী মনুশ্রী মণ্ডলের বাড়ির সামনে বিক্ষোভে সামিল হন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হওয়ায় পর মনুশ্রী মণ্ডল প্রভাব খাটিয়ে এলাকার একাধিক মানুষের জমি জোর করে দখল করেছে। পাশাপাশি আবাস যোজনা–সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বহু মানুষকে কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কাটমানি নেওয়া হয়েছে বলেও দাবি বিক্ষোভকারীদের। তাদের আরও অভিযোগ, সম্প্রতি এলাকার এক প্রবীণ ব্যক্তিকে রাজনৈতিক পরিসরে তুলে প্রকাশ্যে অপমান ও অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে,

শিরস্ত্রাণ ঈশ্বর: রক্ষা শিক্ষিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন পুলিশ জেলার অন্তর্গত ঢোলাহাট থানা এলাকার নতুনচক জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষিকা মৌসুমী সাহা (মণ্ডল) ফলতা থানা এলাকার চালুঘাড়া থেকে প্রতিদিন স্কুটি নিয়েই যাতায়াত করেন। বাড়ি থেকে স্কুলের ৪৫–৫০ কিমি পাড়ে কোন উপযুক্ত গণপরিবহণের সুবিধা নেই। যমজ শিশুর মা মৌসুমী দেবীর স্বামী কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি সূত্রে দীর্ঘ কয়েক বছর ভিনরাজ্যে। ১৫ জুলাই সকাল ১০ টা নাগাদ উষ্ণি থেকে প্রায় ১৮ কিমি দক্ষিণ–পূর্বে মন্দিরবাজার এলাকার নীলাস্বরপুর গ্রামে হাটা ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে ব্রেক চাপেন। কিন্তু তাতেও দুর্ঘটনা আটকানো যায়নি। তিনি নিজে পড়ে গিয়ে মাথায় ও মুখে আঘাত পান এবং বাচ্চাটিরও আঘাত লাগে। বাচ্চাটিকে ডায়মন্ড হারবার

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে গঙ্গা পূজন ও আরতি



নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার ডি রায়পুর অঞ্চলে খ্গলি নদী তীরবর্তী স্বদেশী মেলার মাঠে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গঙ্গাসাগর জেলার বজবজ ২ নম্বর প্রাঞ্চণ্ডে উদ্যোগে গঙ্গা পূজন ও গঙ্গারতির আয়োজন করা হয়েছিল। প্রচুর হিন্দু সনাতনী মানুষজনের উপস্থিতিতে স্বদেশী মেলার মাঠ মুখর হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন পর এমন এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ দেখে এলাকার মানুষজন অত্যন্ত খুশি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

গঙ্গাসাগর জেলার বজবজ ২ নম্বর প্রাঞ্চণ্ডের সভাপতি বুদ্ধদেব নন্দুর বলেন, ‘গঙ্গা আমাদের সনাতনীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। বহু প্রাচীনকাল থেকে গঙ্গা পূজন এবং গঙ্গারতির রীতি ছিল আমাদের বাংলায়। কিন্তু তৃণমূল শাসনে সেই সমস্ত আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই নতুন করে হিন্দু সনাতনী সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিকতা ফিরিয়ে আনার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখাও আমাদের একটা সামাজিক দায়িত্ব।’

আগাছায় ঘেরা সুরুল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

বিশাল দাস, **বোলপুর** : বীরভূমের বোলপুরের সুরুল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে একাধিক পরিকাঠামোগত সমস্যাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবক, স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে। বিদ্যালয় চত্বর আগাছা ও জঙ্গলে ঢেকে যাওয়ায় বিষধর সাপ এবং বিষাক্ত কীটপতঙ্গের উপদ্রব বেড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর জেঁরে প্রতিদিন স্কুলে আসা ছোট ছোট পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন অভিভাবকরা। পাশাপাশি মিড–ডে মিলের খাবারের মান নিয়েও একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে, যা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকদের একাংশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদ্যালয়ের চারপাশে দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার কাজ না হওয়ায় আগাছা ও ঝোপঝাড়ে ভরে গিয়েছে গোটা এলাকা। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও আশপাশে প্রায়ই সাপের দোখা মিলছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের আশঙ্কা, কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

অভিভাবকদের বক্তব্য, প্রতিদিন ছোট ছোট শিশুদের স্কুলে পাঠাতে ভয় লাগছে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ নিরাপদ না হলে পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদের জীবনও ঝুঁকির মুখে পড়বে। তাই

দুর্নীতির অভিযোগে পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ

অরিজিৎ মণ্ডল, **মন্দিরবাজার** : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার বিধানসভার কেচারকুড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ২৩ ব্যাপক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অভিযোগের প্রতিবাদে বহু মহিলা অঞ্চল অফিস যেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পূর্বে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির পরিচালনার জন্য ‘সারদা গোষ্ঠী’ নামে একটি নেতৃত্ব কাঠামো গঠন করা হয়েছিল। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণের ক্ষেত্রে ৫০ পরস্যা হার সুদ নেওয়ার কথা থাকলেও, বাস্তবে ১ টাকা হারে সুদ আদায় করা হয়েছে বলে তাদের দাবি। এছাড়াও বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে সরকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ১৫ হাজার টাকা–সহ একাধিক আর্থিক অনুদান দিয়েও সেই ঐচ্ছ তুলতে গোষ্ঠীপিছু কয়েকও ৭০০ টাকা, কোথাও ১,০০০ এমনকি ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অধেঘভাবে আদায় করা হয়েছে।

এই অভিযোগের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ক্ষুধ্ৰ মহিলারা অঞ্চল অফিসে প্রবেশ করে নথিপত্র দেখার দাবি জানান এবং সংশ্লিষ্টদের ঘিরে বিক্ষোভে সামিল হন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোও পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযোগের সত্যতা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। তবে ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন অফিসে অভিযোগ জানিয়েছে মহিলারা।

আন্ডারপাসে শেড তৈরির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, **ভদ্রেশ্বর** : রাস্তার উপর দিয়ে যাতায়াত করে ট্রেন নীচে পড়তে থাকে মলমূত্র, থুতু। ট্রেনের যাত্রীদের মলমূত্রের ফলে নীচের পথচারী এবং সাইকেল আরোহীরা দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। এই সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে ভদ্রেশ্বরে। এমনিতেই আন্ডারপাসটি চওড়া হওয়া প্রয়োজন। হাওড়া–ব্যান্ডেল বা বর্ধমান মেইন লাইনে ভদ্রেশ্বরে এই সমস্যা হয়ে রয়েছে এতদিন। এই আন্ডারপাস দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার পথচারী, স্কুলের ছাত্রছাত্রী, অফিস যাত্রীরা ট্রেন ধরার জন্য যাতায়াত করেন। এই আন্ডারপাস দিয়ে সন্ধ্যা মানুহ সাইকেল, বাইক, টোটো বাস্হ অন্যান্য গাড়ি যাতায়াত করে, পুরো আন্ডারপাসটি জাম হয়ে যায়, তখন



এখান দিয়ে যাতায়াত করা মুশকিল হয়ে যায়, তার ওপর বৃষ্টি হলে জায়গাটা জলে ভরে যায়। পথ চলা একপ্রকারই চলে যায় না। এই রাস্তার একদিক দিল্লি রোডের সাথে যুক্ত ও পূর্বদিকে

শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

প্রধান শিক্ষক বলেন, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য খুব শীঘ্রই বোলপুর পৌরসভার প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানানো হবে। বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ জরুরি বলেও তিনি মত



পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে সেই ব্যবস্থা আর নেই। ফলে ধীরে ধীরে বিদ্যালয় চত্বর আগাছায় ভরে উঠেছে।

তিনি আরও জানান, বিদ্যালয়ের চারপাশের রাস্তা আগের তুলনায় অনেকটা উঁচু হয়ে যাওয়ায় বর্ষাকালে বৃষ্টির জল সহজ ভের হতে পারে না। সেই জল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমে থাকে। জল জমে থাকার কারণেই দ্রুত আগাছা ও ঝোপঝাড় গজিয়ে ওঠে এবং সাপ–সহ বিভিন্ন বিষাক্ত প্রাণীর উপদ্রব বাড়ছে। এর ফলে

প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে, একই বিদ্যালয়ের মিড–ডে মিলের খাবারের মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, বর্তমানে ছাত্র–ছাত্রীদের যে খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে তা পর্যাপ্ত পুষ্টির নয় এবং খাবারের গুণগত মানও আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। শিশুদের সুখ পুষ্টি নিশ্চিত করতে মিড–ডে মিলের মান উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

এই অভিযোগের জবাবে প্রধান

চাকরিতে অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, **ডায়মন্ড হারবার** : ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিতে অনিয়মের অভিযোগ তুলে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক সামিম আহমেদ এবং ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস (ববি)।

অভিযোগে অভিজিৎ দাসের দাবি, কোনও নিয়োগ পরীক্ষা ছাড়াই সামিম আহমেদ ও অভিষেক



ব্যানার্জি ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পান।

পাশাপাশি, নিয়মিত কর্মস্থলে উপস্থিত না থাকেও দীর্ঘদিন বেতন গ্রহণ করেছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

এই ঘটনায় ডায়মন্ড হারবার থানার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরেও লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস। তবে, এই অভিযোগের বিষয়ে বিধায়ক সামিম আহমেদ বা অভিষেক ব্যানার্জির পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, **সুন্দরবন** : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। পাশাপাশি একটি মাছ ধরার নৌকা বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গিয়েছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের উপকূলীয় এলাকার বাংলাদেশ জলসীমানা এলাকায় একটি মাছ ধরার ভারতীয় নৌকা আইএফবি বুমা) সন্দেহজনক ভাবে ঘাটি গেড়ে অবস্থান করছিল। ২২ জুলাই যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী ও বনবিভাগ নৌকাটি থেকে উদ্ধার করে ৫ টি বড় বন্দুক ও ৯০ রাউন্ড তাজা কার্তুজ। নৌকায় থাকা চারজন গোলাম মোল্লা, জোতিষ মন্ডল, অনমালি মন্ডল ও বাবুসোনা দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সুদূরত্ব না পেয়ে মাছ ধরার নৌকা, আগ্নেয়াস্ত্র সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃতদেরকে হস্তান্তর করা হয়। ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক চোরা কারবারিদের সাথে যোগাযোগের আশঙ্কা করা হয়েছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরিবিল্লিন্ন এই চলার পথে পাভায় পাভায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকের বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাস্তব করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বারাসাতে খোলা স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল : সোদপুরে ইন্ডোর স্টেডিয়াম (নিজস্ব প্রতিনিধি)

জেলা শাসকের দপ্তর থেকে জানা গেল গত ১০ই জুলাই ৭৬ জেলা স্টেডিয়াম কমিটির সভায় খোলা স্টেডিয়াম, সুইমিং পুল, ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরী ও বিভিন্ন খেলাধুলার উন্নতিকল্পে কয়েক লক্ষ টাকা এক পরিকল্পনা গৃহিত হবার পর পং বন্দ সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়েছে। পরিকল্পনার রূপ রেখা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে জনৈক মুখপাত্র বলেন বারাসাতে কাছারী মাঠে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি খোলা স্টেডিয়াম হবে। বারাসাতের হাতীপুকুরে ১লক্ষ টাকা ব্যয় হবে একটি সুইমিংপুলে। সোদপুর জেলা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েসনের মাঠে হাজার টাকা ব্যয়ে একটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরী হবে।

জেলা স্টেডিয়াম কমিটির সভাপতি শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় জেলার খেলা ধুলার উন্নতির জন্য অবিলম্বে মাঠগুলির সংস্কার এবং বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষন শিবির খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই মর্মে সমস্ত মহকুমা শাসকদের আগামী ২রা আগষ্টের মধ্যে পরিকল্পনা জমা দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। জনৈক মুখপাত্র আরও জানানলেন পরিকল্পনাকে যথাযথ রূপদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মোট ব্যয়ের অর্দেক টাকা অনুদান হিসাবে দেবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বেলঘরিয়ায় অর্থসামান্ধ স্টেডিয়ামটি সম্পূর্ণ। করার কাজেও শীঘ্রই হাত দেওয়া হচ্ছে।

১০ম বর্ষ, ২৪ জুলাই ১৯৭৬, শনিবার, ৩৩ সংখ্যা

স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীর নামে ভূয়ো ঋণের অভিযোগ

সুমন আদক, **হাওড়া** : হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের সমঝার ব্যান্ডে স্ব–নির্ভর গোষ্ঠীর নামে ৪২ লক্ষ টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় আটক করা হয়েছে ওই কো–অপারেটিভ ব্যান্ডের অভিযুক্ত এক কর্মীকে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগে খাঁড়াপাড়ায় কো–অপারেটিভ ব্যান্ডের কর্মী সন্তু পাত্রের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকদের। পুলিশ তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি, ২০২৪ সালে আগের ঋণের

সম্পূর্ণ টাকা শোধ করার পর সম্প্রতি তারা জানতে পারেন তাদের গোষ্ঠীর নামেই ফের ২ লক্ষ টাকা করে ঋণ দেখানো হয়েছে। সুদ–আসলে সেই অঙ্ক বেড়ে বর্তমানে প্রায় ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় পৌঁছেছে। অভিযোগ, এভাবে ২০ থেকে ২৫টি গোষ্ঠীর নামে মোট প্রায় ৪২ লক্ষ টাকার ঋণ দেখানো হয়েছে। গ্রাহকদের অভিযোগ, ঋণের নথি দেখতে চাওয়া হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্মী তা দেখাতে পারেননি। অবিলম্বে ওই বোআইনি ঋণ বাতিলের পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে এই ঘটনায়। পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাজের পর্যালোচনা

সৌরভ নন্দর, **গঙ্গাসাগর** : কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে ১৮ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লক ও গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পরিদর্শন করলেন মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি অবিনাশ ভট্টাচার্য্য। মূলত সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের



বাস্তবায়নের হাল–হকিকৎ জানাই ছিল তার সফরের মূল লক্ষ্য। তিনি সাগর ব্লকের বিভিন্ন

এলাকায় ‘বিভূগ্রাম–জি’ প্রকল্পের কাজের সরেজমিন পরিদর্শনে যান। মাঠপর্যায়ে কর্মী, স্থানীয় আধিকারিক এবং এনআরএলএম দলের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তিনি প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সরাসরি মতামত নেন। এরপর ব্লক কার্যালয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে পিএমএওয়াই–জি সহ অন্যান্য



ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রতিষ্ঠা দিসস উপলক্ষে বাঁকুড়া শহরে অটো ও টোটো নিয়ে মিছিল। পরে ম্যানতলা আকাশ মুক্ত মঞ্চে সভা।

খব্রি : নিজস্ব

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২৫ জুলাই – ৩১ জুলাই, ২০২৬

নেতাজিকে নিয়ে ফের মিথ্যাচার

আবারো নেতাজিকে নিয়ে মিথ্যাচার শুরু হয়েছে। নেতাজির দাবিদার পরিবারের একাংশ প্রতি বছরের মত এবারও নেতাজি তথ্যকথিত ছাই ভস্ম ভারতে আনবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। ভূয়ো কন্যার মাধ্যমে ভূয়ো ছাইভস্ম এর আগেও নিয়ে আসার জন্য বারংবার চেষ্টা করেছে। এবার এরা সুপ্রিম কোর্টের দরজায় হাজির হয়েছে আবারও।

জহরলাল নেহেরু এবং ইন্দিরা গান্ধীর আমলে নেতাজির বিরুদ্ধে মৃত্যুপরোয়া জারি করা হয়েছে এবং সাজানো হয়েছিল নেতাজির মিথ্যা বিবাহ ও বিমান দুর্ঘটনায় চিতাভস্মের গল্প। বিগত সরকারের আমলে পাঠ্য বইগুলিতেও নেতাজির জীবনের ওপর নানা মিথ্যা কল্প কাহিনী বই এর সিলেবাসে ছাপানো হয়েছে পড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত নেতাজি ফাইলগুলি দেখলে বোঝা যায় নেতাজির তথ্যকথিত চিতাভস্ম দেশে নিয়ে আসবার জন্য গভীর চক্রান্ত হয়েছিল। নেতাজির জন্ম শতবর্ষে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজির ছাই ভস্ম আনবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। সেই সময় পরিবর্তন ঘটেছিল, তিনজন প্রধানমন্ত্রীকে পেয়েছিল ভারত। জনমতের চাপে এবং আইনি কারণে পিছিয়ে যায় ছাই আনার অপচরেষ্টা। এবারের পরিস্থিতি আরো জটিল। শাসকদলের দুই রাজ্য সভা সাংসদ সরাসরি নেতাজি সম্পর্কে ঐনেতিহাসিক ও অপমান জনক বক্তব্য রেখেছেন। জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলেও তারা ক্ষমা কিংবা দুঃখ প্রকাশ করেন নি।

প্রকৃত রাষ্ট্রবাদী দক্ষিণপন্থী কিংবা সাচ্চা বামপন্থী যেই হন তিনি অখন্ড ভারতের আজদির লড়াইয়ে অজস্র দেশপ্রেমিকের দেশনায়ক আজাদ হিন্দের সর্বাধিনায়ক নেতাজির প্রতি ধারাবাহিক অসন্মান মেনে নিয়ে মৌনবাদী সুশীল থাকতে পারেন না। আন্তর্জাতিক হিন্দু মহাসভা ও ষ্টালিনের কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়া যে নেতাজির আজাদ হিন্দ–এর পক্ষে ছিলেন তা আজ ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। আজাদ হিন্দ সরকারকে ১১টি রাষ্ট্র সমর্থন ও স্বীকৃতি দিয়েছিল। দুই সাংসদ কিসের গ্রেণগায় নেতাজিকে অপমান করেন?

দল থেকে দেশ বড়–এই ভাবনায় রাজনীতির উর্ধে উঠে সমাজ মাধ্যমে সাধ্যমত নেতাজির প্রতি মিথ্যাচার ও চক্রান্তের প্রতিবাদ করছেন বহু মানুষ। প্রমাণ ছাড়াই আবারো চক্রান্তকারীরা ভূয়ো কন্যার মাধ্যমে এদেশে নেতাজির নামে ভূয়ো চিতাভস্ম আমদানি করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে, আশ্চর্যের বিষয় তারা নেতাজির প্রতি অপমানসনে বিরুদ্ধে কোনদিন উন্নয়ন করেন না। নেতাজি সম্পর্কে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত অতীতেও হয়েছে। অনুরোধ থাকবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (যৌরা একসময় কলকাতা শহীদ মিনারে নেতাজির জন্ম জয়ন্তী পালন করতেন) এবং রাজ্যের (তিনি সম্প্রতি পুরসভায় নেতাজির চেয়ারকে সঠিক্ে প্রণাম করেছিলেন) এই ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার কারণ কোনও কোনও সামাজিক পোস্টে রাষ্ট্রবাদীর দাবিদার ব্যক্তির। নেতাজি নিয়ে ভুল তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করছেন। জনমত বিভ্রান্ত হচ্ছে। জয় হিন্দ।

যোগবর্শিষ্ঠ সংবাদ ‘স্থিতি প্রকরণ’

ফেঙ্গবুক বার্তা

ফের সুখবর !!

কামারহাটির প্রবর্তক জুট মিল লিমিটেড এবং জগদলের এআই চাপদানি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ফাইন ইয়ার্ন ইউনিট) আগামী সোমবার, ২৭ জুলাই ২০২৬ থেকে পুনরায় উৎপাদন শুরু করবে, দ্রুত পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন চালুর দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে, উল্লেখ্য, প্রবর্তক জুট মিলে প্রায় ১,৮০০ জন শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। মিলটি গত ৬ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ‘সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক’-এর আওতায় ছিল



আলোকপাত সাংবাদিকের রোজনামচা

প্লাস্টিক মেলা

রথের মেলা। রথকে ঘিরে আষাঢ়–শ্রাবনের এই মেলা কবে থেকে শুরু হয়েছে তা জানা নেই। কচি থেকে বুড়ো সব মনে এই শব্দ দুটি নিয়ে আসে এক অন্য অনুভূতি। তবে কালের নিয়মে বদলেছে এ মেলার রূপ। বছর বিশেক আগেও তালপাতার বাঁশির আওয়াজ মতিয়ে রাখতো মেলা প্রাঙ্গন। তার সঙ্গে মিশতো কাঠের চরকি–নাগরদোলার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। মাটির পুতুল, কাঁচের চুড়ি, খেলনা, ঢাক–ঢোল গাছ–রঙিন মাছের চারা, ঘরগেরহালির পসরা ঘর থেকে টেনে নিয়ে আসতো ছেলে মেয়েদের। আর ছিল কলের গানের সিনেমা। আজ এর অনেক কিছুই নেই, কিন্তু যা আছে তার সবই প্রায় প্লাস্টিকের। অনেক কিছুই তো নতুন বাংলায় বদলাচ্ছে, এটা কি বদলানো যায় না। ভেবে দেখুন।



মূল কথা

বাংলার শিল্পায়ন যেন শেষ হয়ে যাওয়া তেলের বোতল। ফেলে দেওয়ার আগে একটি নাড়া দিলে যেমন এক ফোঁটা তেল মিলতে পারে তেমনি ২০২৬–এর নির্বাচনের নাড়াচাড়ায় কোথায় যেন জমে ছিল এক ফোঁটা সম্ভাবনা। মূলটা একেবারে শুকিয়ে যায়নি। তৃণমূল গেছে বটে কিন্তু অমিত–শুভেন্দু মাস দুয়েক একটি জল দিতেই হাওড়ার সাকরাইলে গজিয়ে উঠেছে আমূল। শ্যাম স্টিল, লালু কোজি, আদানিও নাকি এসে পড়েছে। বাংলায় মাস তিনেকের মধ্যেই শিল্পানের রেখা! এও কি সম্ভব! তবে কি বাংলার শিল্প সম্ভাবনায় আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে। ফের বাংলার ছেলে মেয়েরা ফিরে আসবে, নিজের রাজ্যে কাজ পাবে। আশার আলো দেখছে বাঙালি।



একদিন আগে

সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় কমিশনের অপ্রকাশিত রিপোর্ট প্রকাশ করে ২১ জুলাইয়ের শহীদ তর্পন একদিন আগে ২০ তারিখ বিকালে বিধানসভায় করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যেখানে ছিল প্রাণ দেওয়া ১৩ জন কংগ্রেস কর্মীর বঞ্চনা ও প্রতারণার করুন কাহিনী। এরপর তৃণমূলের কোনো মঞ্চেই শহীদ স্মরণের কোনো বাস্তবতা ছিল না। ফুল আর মালা দেওয়া ছাড়া তেমন কিছু হয়ও নি। যা হয়েছে দুই দলের খেউড় আর কাঁচা মিথ্যা ভাষণের সেই আস্থালন যা ইতিমধ্যেই খারিজ করে দিয়েছে বাংলার জনগন। তবে ঘরের কেছা রাস্তায় এনে ফেলার চেষ্টা সফল। ভয়ে কুকড়ে থাকা কংগ্রেস পরিবর্তনের হাওয়া দেখালো আমরাও আছি। দিনের শেষে

প্রণব গুহ

বাংলার একমাত্র সফল আঞ্চলিক দল তৃণমূল কংগ্রেসের শেষ যাত্রার কারণ খুঁজতে যখন এই ধারাবাহিক চলছে তার মধ্যে এসে গেল আর একটা একুশে জুলাই। এ এক বিরল শহীদ দিবস। যে কংগ্রেস দলের শহীদ তারা স্মরণ না করে করে তাদের ভাড়া টুকরো তৃণমূল কংগ্রেস। আর ২০২৬–এ অবশ্য আবার দু টুকরো তৃণমূল এবং কংগ্রেস, কলকাতার



তিন মঞ্চে চলছে শহীদ স্মরণের নামে রাজনীতির তরঙ্গ। আমাদের অবশ্য এর মধ্যে থেকেই হাঁসের মত জল বাদ দিয়ে দুর্ধটকে বার করে নিতে হবে। এবারের সেই দুঃখ হল সেদিনের কংগ্রেস নেত্রী ও আজকের তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর আর্তানাদ। প্রায় ২০ বছর মাঠে ময়দানে প্রাণপণ লড়াই ও ১৫ বছর বাংলার মত একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করার পর তিনি বুঝেছেন তিনি যাদের চিনে নিয়ে এসে নিজের সঙ্গে জুটিয়েছিলেন তারা আজ অচেনা গদ্দার। আজ যারা তাঁকে

ছেড়ে আলাদা জোট বেঁধেছেন তাঁদের উদ্দেশ্য করে মমতার আর্তানাদ, এসব চোরগুলো চলে গিয়েছে বলে তিনি বেঁচে গিয়েছেন। এঁদের আর নাকি তিনি নেবেন না। গুটিকয়েক চেনা যারা এখনও তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁদের নিয়ে ফের লড়াই করে ফিরে আসবেন।

এই বক্তব্য প্রমাণ করে, শুভেন্দু মুন্ডার দল যখন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ক্ষমতায় এল তখন চেনা হয়ে উঠলো এমন কিছু মানুষ যাদের ফেস ভালু ও মাসল পাওয়ার দলকে জনপ্রিয়তা ও অর্থ দেবার ক্ষমতা রাখে। এই ভাবেই মমতার চেনা থেকে কাছের হয়ে উঠেছে বেশ কিছু সেলিব্রিটি থেকে মাসলম্যান।

আজ তৃণমূলের দু তিনটে মঞ্চে যে মুখগুলোর দেখা মিলছে তাদের অবয়ব আলাদা হলেও সকলের চরিত্রের কমন স্ট্রাক্টর ছিল দুর্নীতি, তোলাবাড়ি ও দাদাগিরি অবশ্যই

মহাপতনের পথে / ৯

তাদেরই চিনতে পেয়েছেন যারা তাঁকে ক্ষমতায় থাকতে এবং তাঁর দলের তহবিল বাড়াতে সাহায্য করতে পারবে। উল্টোদিকে তখনও যারা দলে অন্য ভাবনার দুএকজন ছিল যারা এখনও তাঁর সঙ্গে রয়েছেন তাঁদের নিয়ে ফের লড়াই করে ফিরে আসবেন।



কামাবার দল যখন একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ক্ষমতায় এল তখন চেনা হয়ে উঠলো এমন কিছু মানুষ যাদের ফেস ভালু ও মাসল পাওয়ার দলকে জনপ্রিয়তা ও অর্থ দেবার ক্ষমতা রাখে। এই ভাবেই মমতার চেনা থেকে কাছের হয়ে উঠেছে বেশ কিছু সেলিব্রিটি থেকে মাসলম্যান।

আজ তৃণমূলের দু তিনটে মঞ্চে যে মুখগুলোর দেখা মিলছে তাদের অবয়ব আলাদা হলেও সকলের চরিত্রের কমন স্ট্রাক্টর ছিল দুর্নীতি, তোলাবাড়ি ও দাদাগিরি অবশ্যই

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে: নিজের তৈরি কাঠের স্কুটারে চমক স্বপনের

দেবাশিস রায় : সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মাতেন তো অনেকেই। কিন্তু, এক্ষেত্রে চাকদার স্বপন সুত্রধরের জীবনের গল্প কিছুটা হলেও অনারকন্স গতে বাঁধা। পিতার স্মৃতিতে অক্ষুন্ন রাখার তাগিদ তাঁর প্রিয় ভাঙঢোরা স্কুটারকে পুরোপুরি কাঠের আবরণে খুঁড়ে কার্যত জীবন্ত রূপদান করেন নদিয়া জেলার চাকদা মথার বালিয়া ভাড়াবাড়ি এলাকার স্বপন সুত্রধর। নবজীবন প্রাপ্ত সেই অভিনব স্কুটারই এখন আমজনতা থেকে শুরু করে পুলিশ–প্রশাসনের কাছে পরম কৌতুহলের বস্তু। বছর পঞ্চাশ বয়সী স্বপন সুত্রধর পেশায় একজন কেমিস্ট্রি। স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে তাঁর সুখের ছোট সংসার। তিনি পিতার যাতায়াতের সুবিধার জন্য দেড় দশক আগে প্রায় ২৪ হাজার টাকা খরচ করে একটি পুরনো স্কুটার তাঁকে কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু, কিছুদিন পরপরই পিতার ঘনঘন আবদারে স্বপনবাবু একসময় সেই স্কুটারটিকেই ধীরে ধীরে ছাড়নি দেওয়া এবং বড়সড় অভিনব এমন একটি যন্ত্রনানের রূপ দিয়েছিলেন যাতে অনায়াসেই ৬–৭ জন চড়তে পারতেন। এভাবেই বেশ চলতে চলতে একদিন

মেহগনি কাঠের টুকরো আর হাতুড়ি–বাটালির সাহায্যে ধীরে ধীরে অতি যত্ন সহকারে গোটা স্কুটারটির আগাপাশতলা মুড়ে ফেললেন। একইসঙ্গে কাঠের দু’টি হেলমেটও বানিয়েছেন তিনি। কাঠে মোড়া এই অভিনব স্কুটারটি নম্বর প্লেট ছাড়াই বিনা বাধায় বিভিন্ন দিকে লংকটে ছুটে বেড়াচ্ছে। স্কুটারের পিছনে নম্বর প্লেটের জায়গায় তাঁর ভিন্নতর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের একটি ছোট্ট বোর্ড লাগানো রয়েছে। সবকিছু দেশেশুনেও পুলিশ–প্রশাসন নাকি কোনও আইনী পদক্ষেপই করে না। এমনও হয়েছে, বিভিন্ন রাস্তায় পুলিশ স্বপনবাবুকে দাঁড় করিয়ে তাঁর অভিনব স্কুটারের তারিফ করে সেলফি পর্যন্ত তুলে আনন্

কিছু ব্যতিক্রমী বাদ দিয়ে। কেউ না কেউ কোনো না কোনো অভিযোগে অভিযুক্ত। এখন যারা মমতার থেকে দূরে তাদেরকে নয় অচেনা ঠেকছে কিন্তু যারা তাঁর মঞ্চে এখনও আছেন তাঁদেরকে কি চেনা লাগছে? মমতা নিজেই বিভ্রান্ত আসলে রতনে রতন চেনে, শুন্নারে চেনে কচু, এটি একটি জনপ্রিয় বাংলা প্রবাদ। এই প্রবাদের অর্থ হলো–গুণী মানুষ বা ভালো জিনিস কেবল গুণী বা সঠিক মানুষের দ্বারাই মূল্যায়িত হয়। অন্যদিকে, যার যোগ্যতা বা রুচি যেমন, সে ঠিক তেমনই জিনিস পছন্দ করে বা চেনে।

তবে বাংলার আপামর মানুষ কিন্তু এই চেনা–অচেনার দ্বন্দের বাইরে। গত ৫০ বছরে তারা চিনে গেছে বাংলার শত্রু ঠিক কারা। একটি বেশি সময় গিয়েছে বটে কিন্তু ১৯৭৭ এবং ২০১১–য় যারা কুশাসনের অন্ধকার কানা গলিতে ঢুকেছে তারা আর ফিরে আসেনি। ২০২৬–এ যারা ঢুকলো তারাও যে আর ফিরে আসবে না তা তাদের আচরণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। অচেনা যারা ক্ষমতায় এসেছে তাদের চিনতে একটু সময় তো লাগবে। তবে বর্তমানে বাংলায় সবচেয়ে বড় সংকট হল একটি চেনা শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব। অদূর ভবিষ্যতে যে এই অভাব পূরণ হবে না। তা বলে দিল নতুন বাংলার বিরোধীদের প্রথম জমায়োত। মঞ্চ বেঁধে কেউ মানুষের কথা বললো না, ব্যস্ত রইলো রাজনৈতিক খেঁউড়ে।

বইমেলা, কিছু কথা

শৌভিক গাঙ্গুলী : জানুয়ারির মিঠে কড়া রোদে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বাবার হাত ধরে সেই বছর চল্লিশ আগে প্রথমবার বইমেলার স্মৃতি আজ বাপসা হয়ে এলেও, বই আর সংস্কৃতির ভিতটা সেই থেকেই তৈরি।

নতুন বইয়ের গন্ধ মাদকতা তৈরি করে আজও। পরবর্তী সময়ে যখন নিজের লেখা বই, বইমেলার বিভিন্ন স্টলে জায়গা করে নেয় সে এক স্বর্গীয় অনুভূতি। যাইহোক, বাঙালির প্রাণের বইমেলাকে নিয়ে কিছু কথা হয়ে যাক।

বইমেলা শুধু বই কেনাবোচার একটি মেলা নয়; এটি বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক

চর্চার অন্যতম বৃহৎ মিলনক্ষেত্র। পশ্চিমবঙ্গের বইমেলা, বিশেষ করে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা, বহু দশক ধরে পাঠক, লেখক, প্রকাশক ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের আবেগের কেন্দ্র। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে এই বইমেলা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জনসমাগমভিত্তিক বইমেলায় পরিণত হয়েছে। ১৯৭৫

সালে প্রতিষ্ঠিত ‘পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড’ এই বইমেলার প্রধান আয়োজক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে বইমেলার ধারণা স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। তবে ১৯৭৬ সালে কলকাতা বইমেলার সূচনার মধ্য দিয়ে এটি একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জন করে। গিল্ডের উদ্যোগে শুরু

হওয়া এই মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের কাছে সরাসরি বই পৌঁছে দেওয়া এবং প্রকাশকদের জন্য একটি বৃহৎ বাজার তৈরি করা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বইমেলা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকাশনা সংস্থা, লেখক, গবেষক ও সাহিত্যপ্রেমীরা এই মেলায় অংশ নিতে শুরু করেন। প্রতি বছর একটি দেশকে ‘ফোকাল থিম কান্ট্রি’ হিসেবে নির্বাচন করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদান–প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কলকাতা বইমেলার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এটি সাধারণ মানুষের বইমেলা। এখানে শুধু বই বিক্রি হয় না; সাহিত্য আলোচনা, কবিতা পাঠ, বই প্রকাশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, সংগীত এবং লেখক–পাঠকের সরাসরি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পশ্চিমবঙ্গের বইমেলা কেবল একটি বাণিজ্যিক অনুষ্ঠান নয়; এটি বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতীক। এই মেলা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও পাঠাভ্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে এবং আন্তর্জাতিক পরিসরেও বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছে। একই সঙ্গে গিল্ডকে ঘিরে ওঠা সমালোচনা ও বিতর্ক গণতান্ত্রিক সমাজে স্বাভাবিক। এসব অভিযোগের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণমূলক পরিচালনার মাধ্যমে বইমেলা ভবিষ্যতে আরও সমৃদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। বইমেলার উপর নির্ভরশীল একই সঙ্গে পর্যটন, পরিবহন, খাদ্য ব্যবসা এবং অস্থায়ী কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক ক্ষেত্রেও বইমেলা



জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে বইমেলার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন লেখক যেমন পাঠকের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পান, তেমনি ছোট প্রকাশকদেরও নিজস্বের প্রকাশনা তুলে ধরতে পারেন। বহু শিক্ষার্থী ও গবেষক এই মেলা থেকে বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ বই সংগ্রহ করেন।

বইমেলা পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশনা শিল্পকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে। বহু প্রকাশকের বার্ষিক বিক্রয়ের একটি বড় অংশ বইমেলার উপর নির্ভরশীল। একই সঙ্গে পর্যটন, পরিবহন, খাদ্য ব্যবসা এবং অস্থায়ী কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক ক্ষেত্রেও বইমেলা

মানুষের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা, জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক সংহতি গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

‘পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড’ ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত

হয়। তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য হলো পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি, প্রকাশনা শিল্পের উন্নয়ন এবং বইকে বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ছাড়াও তারা বিভিন্ন বইমেলা ও সাহিত্যভিত্তিক কার্যক্রমের আয়োজন করে থাকে। গিল্ডের অবদান গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিভিন্ন সময়ে তাদের বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা ও অভিযোগ উঠেছে।

প্রথমত, অনেক ছোট ও স্বাধীন প্রকাশকের অভিযোগ যে স্টল বরাদ্দে বড় প্রকাশনা সংস্থাগুলি বেশ সুবিধা পায় এবং ছোট প্রকাশকদের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত হয় না।

দ্বিতীয়ত, স্টল ভাড়া, বিভিন্ন পরিষেবা এবং অংশগ্রহণের ব্যয় নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। ছোট প্রকাশকদের মতে, এই ব্যয় অনেক সময় তাদের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে চলে যায়।

তৃতীয়ত, গিল্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা নেই—এমন অভিযোগও বহুবার উঠেছে।

স্টল বন্টন, নিয়ম পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

চতুর্থত, সাম্প্রতিক সময়ে গিল্ডের একচেটিয়া প্রভাব বা মনোপলি নিয়ে প্রকাশ্য বিতর্ক তৈরি হয়েছে এবং বিকল্প প্রকাশক সংগঠন গড়ার দাবিও উঠেছে। তবে গিল্ড এই সমালোচনার সঙ্গে সবসময় একমত নয় এবং নিজেদের ভূমিকা পাঠাভ্যাস ও প্রকাশনা শিল্পের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য বলে দাবি করে।

বইমেলার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন—

স্টল বরাদ্দে আরও স্বচ্ছ ও ন্যায্য নীতি প্রয়োগ। ছোট ও স্বাধীন প্রকাশকদের জন্য বিশেষ সহায়তা। আর্থিক হিসাব ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে তুলে ধরা ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি। পাঠক, লেখক ও প্রকাশকদের মতামতকে আরও গুরুত্ব দেওয়া। রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক প্রভাবের পরিবর্তে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

পশ্চিমবঙ্গের বইমেলা কেবল একটি বাণিজ্যিক অনুষ্ঠান নয়; এটি বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের



পেয়েছে। অনবরত সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে রয়েছেন মাঝবয়সী এই শিল্পী। ছেলেবেলায় পিতার কাছ থেকেই স্বপনবাবুর কাঠের কাজের হাতেখড়ি। তারপর নানাভাবে জীবনের চড়াইউৎড়াই পেরিয়ে এখন কমগুনে তিনি কার্যত ভাইরাল। সেইসব কথাই আপনমনে ‘আলিপুর বার্তা’কে শোনালেন।

সম্প্রতি বাড়িতে বসে স্বপনবাবু বলেন, এপর্যন্ত কাঠ দিয়ে অভিনব অনেককিছুই তৈরি করেছি। আরও কিছু অভিনব পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে কাঠ দিয়ে এমন কিছু গাড়ি তৈরি করছি যেগুলি কাঠের প্রাচীরের ওপর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে পারবে। তবে, আর যাই তৈরি করি না কেন মেহগনি কাঠে মোড়া এই স্কুটারের কাছে সেসব কিছুই না। পিতার প্রিয় জিনিসের স্মৃতিটুকু যে এভাবে রক্ষা করতে পেরেছি সেটা আমার কাছে পরম সৌভাগ্যের। তিনি বলেন, এই অভিনব স্কুটারটি অনেকেই চড়া দামে কিনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোনও মূল্যের কাছে মাথা নত করিনি।

উত্তরের জাঁঙিনায় খরস্রোতা নদী পেরোতে গিয়ে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত ও নেপালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় খরস্রোতা পাহাড়ি নদী মেচি। ২০ জুলাই নেপাল থেকে এক তরুণী এই মেচি নদী পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। পারাপারের সময় মেচি নদীর জল হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার ফলে মাঝ নদীতে আটকে যায় ওই তরুণী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত–নেপাল সীমান্তের পানি ট্যার্কি এলাকার এক চাঞ্চল্য

দেখা যায়। পরে ভারত ও নেপালের যৌথ উদ্যোগে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নজরে পড়তেই ওই তরুণীকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে নেপালের এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এ সম্পর্কে অনেকের প্রশ্ন ওই নদীর উপর দুটি সেতু থাকার সত্ত্বেও কেন ওই তরুণী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খরস্রোতা নদী পারাপারের চেষ্টা করছিলেন।

বন্যপ্রানী রক্ষার্থে আর্লি অ্যার্ল্যাম সিস্টেম চালু

জয়ন্ত চক্রবর্তী : লাটাগুড়ি–ডুয়ার্য় বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যে রেলপথ চলে গেছে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত সেই রেলপথে দুপাশে গভীর রয়েছে। অরণ্য তার মধ্যে রয়েছে হাতির কাকফোরার করিডর। এক মাঝে মাঝে শোনা যায় হাতি ও ট্রেনের সংঘর্ষে ওই বনাঞ্চলের অনেক বন্যপ্রাণী মৃত্যু হয়। এই হাতি ট্রেন সংঘর্ষ থামানোর জন্য লাটাগুড়ি ও নিউমাল জংশনের মধ্যে বসানো হয়েছে ‘আর্লি অ্যার্ল্যাম সিস্টেম’। সম্প্রতি তা পরীক্ষামূলকভাবে সফল হয়েছে। গরুমার জাতীয় উদ্যানের দুই কুনকি হাতির গলায় বিশেষ ডিভাইস পরিয়ে রেলপথে এই সিস্টেমের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষা চিঠকাকভাবে সফল হওয়াতে বন ও রেল দপ্তর কর্তৃপক্ষ খুবই আশাবাদী। এই পথে রেলের ধাক্কায় অনেক

বন্যপ্রাণীর অকাল মৃত্যু হয়েছে। আগামীতে এই পথে রেল চলালে আরো বাড়তে পারে বলে রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে। তার আগেই বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে নিশ্চিত করতে চাইছে রেল। অন্যদিকে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএকও রাজীব দে জানান, ‘এই আর্লি অ্যা্ল্যাম সিস্টেম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে তাতে আমরা খুবই আশাবাদী, আগামী দিনে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু রোধ করা যাবে।’ উত্তর–

পূর্ব রেলের আলিপুরদুয়ারের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, ‘ডুয়ার্য়ের সমস্ত জঙ্গল পথেই আগামীতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।’ এ সম্বন্ধে উক্ত অঞ্চলের পরিবেশ প্রেমীরা ভীষণভাবে এই প্রযুক্তির প্রয়োগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মহাকাশের সহজ পাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজ্ঞান ভারতী উত্তরবঙ্গের উদ্যোগে ২৩ জুলাই শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হল বহুপ্রতীক্ষিত বিজ্ঞান সচেতনতা কর্মসূচি ‘মহাকাশের সহজ পাঠ’। দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৪:৩০টা পর্যন্ত চলা এই অনুষ্ঠানে শিক্ষানুরাগী ও বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষের ঢল নেমেছিল। মহাকাশ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের রহস্য জানতে শিলিগুড়ির ৫৫টি স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ প্রায় ৭০০ জন প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে



অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল কলকাতার এম.পি. বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ ফাভোমেন্টাল রিসার্চের প্রাক্তন ডিরেক্টর (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকাডেমিস্ট) তথা বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ দেবীপ্রসাদ দুয়ারীর এক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য। নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ডঃ দুয়ারী উপস্থিত সবাইকে মহাবিশ্বের এক রোমাঞ্চকর সফরে নিয়ে যান এবং মহাকাশের জটিল বিষয়গুলোকে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করে তুলে ধরেন। তাঁর এই আকর্ষণীয় উপস্থাপনা মহাবিশ্বের বিশালতা এবং জ্ঞানের আলোর মধ্যে এক সুন্দর যোগসূত্র তৈরি করে, যা উপস্থিত

ছড়িয়ে দেওয়া, বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা এবং সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সংষ্টি প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। আগামী দিনেও এই অঞ্চলের যুবসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সচেতনতা, কৌতুহল এবং সামগ্রিক মানসিক বিকাশ ঘটাতে এই ধরনের প্রভাবশালী উদ্যোগ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার পূনর্ব্যক্ত করেছে এই সংস্থা।

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানো হয়েছে, যাঁদের সৌরবয়ণ উপস্থিতি এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই কৌতুহল ও মহাজাগতিক বিস্ময়ে ভরা বিকেলটিকে এক বিরাট সাফল্যে রূপ দিয়েছে।



শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির উদ্যোগে বর্ষাকালে সাফাইকর্মীদের (নির্মল বন্ধু) সূরক্ষা ও তাঁদের কাজের প্রতি সম্মান জানাতে একটি রেইনকোট বিতরণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। বর্বার প্রতিকূল আবহাওয়াতেও শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে নিরলস পরিশ্রম করে চলা নির্মল বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ।

খবি : নিজস্ব

আরো খবর

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ‘ভান্ডার লুট’

সূত্র মণ্ডল, গুপ্তিপাড়া : হুগলীর গুপ্তিপাড়ায় রথযাত্রার প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে এ বছরও অনুষ্ঠিত হল ঐতিহাসিক ‘ভান্ডার লুট’ উৎসব। আর সেই অভিনব ও প্রাচীন লোকাচার প্রত্যক্ষ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নির্দিষ্ট সময়ে মন্দিরের প্রথা অনুযায়ী একসঙ্গে ৩টি দরজা খুলতেই হুড়েহুড়ি করে ভিতরে প্রবেশ করেন অসংখ্য মানুষ। মুহূর্তের মধ্যেই লুট হয়ে যায় শত শত মাটির পাত্রে সাজানো প্রসাদ ও নানা ধরনের খাবার।

গুপ্তিপাড়ার শ্রীশ্রী বৃন্দাবনচন্দ্র জিউ মঠের ২৮৬ বছরের প্রাচীন রথযাত্রা উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ এই ‘ভান্ডার লুট’। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী উল্টোরথের আগের দিন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রথের দিন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে গুপ্তিপাড়ার বড়বাজারে মাসির বাড়িতে যান। কয়েকদিন সেখানে অবস্থানের পরও জগন্নাথ দেব গৃহে ফিরে না আসায় লক্ষ্মী দেবী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি ভাবলেন প্রভু মাসীর বাড়ী গিয়ে পরিক্রিয়া লিপ্ত হয়েছেন। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, পঞ্চমীর দিন তিনি মাসির বাড়িতে গিয়ে জগন্নাথ



দেবকে সরষে পড়া দিয়ে বশ করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু মাসির বাড়িতে নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার, নাচ গান আমোদ প্রমোদে থাকায় জগন্নাথ দেব সেখানে থেকে যেতে চান। তিনি বশ হন না। এই ঘটনা দেবতাদের জানালে সিদ্ধান্ত হয় প্রভু বৃন্দাবনচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র লেঠেল বাহিনী নিয়ে মাসির বাড়িতে ‘ভান্ডার লুট’ করিয়ে দেবেন। খাবারের ভান্ডার লুট হয়ে যাওয়ায় জগন্নাথদেব বাধ্য হয়ে মাসির বাড়ি ত্যাগ করে গৃহে ফিরে

আসেন, এমনই লোককথা প্রচলিত রয়েছে। সেই কাহিনিকে কেন্দ্র করেই গুপ্তিপাড়ায় উল্টোরথের আগের দিন থেকে চলে আসছে ঐতিহ্যবাহী ‘ভান্ডার লুট’ প্রথা। প্রথা অনুযায়ী, এদিন মন্দিরের তিনটি দরজা খুলে দেওয়ার পর অসংখ্য মানুষ ভিড় করে ভিতরে প্রবেশ করেন। ৫০০–রও বেশি মাটির পাত্রে সাজানো থাকে জগন্নাথ দেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বিভিন্ন পদ। খিচুড়ি, মালপোয়া, পায়েস, শোলাও, মিষ্টান্ন ও ফল–

সহ নানা ধরনের খাবারে পূর্ণ থাকে সেই মাটির পাত্রগুলি। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তদের মধ্যে শুরু হয় পাত্র লুটের উদ্যাদনা, যা এখানকার পুরুষদের প্রমাণ। আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু মানুষ এই উৎসবে যোগ দিতে গুপ্তিপাড়ায় এসে হাজির হন। প্রাচীন এই লোকাচার দেখতে দূরদুরান্ত থেকেও হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গুপ্তিপাড়ায় পৌঁছে প্রথমে মঠের মহারাজ এবং উপস্থিত বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন তিনি। পরে ‘ভান্ডার লুট’ উপলক্ষে সমবেত মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও করমর্দন করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমন সরকার–সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিতা উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এদিনের ‘ভান্ডার লুট’ উৎসবের তাৎপর্য আরও বেড়ে যায়। প্রাচীন রীতি, লোকবিশ্বাস ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে গুপ্তিপাড়ার এই উৎসব আজও বাংলার লোকসংস্কৃতির এক অনন্য নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

চিংড়িপোতায় ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেথুয়াবাটি পূর্বপাড়ার ১৮৬ নম্বর বুথে বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবীকা মিশন(গ্রামীণ) প্রকল্পে ঢালাই রাস্তার শুভ উদ্বোধন হল। দীর্ঘদিন ধরে এই বুথে মদন বাগের ডাঙা থেকে বেথুয়াবাটি মৌজার শেষ ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থা ছিল। সম্পূর্ণ রাস্তাটা ছিল মাটির। বর্ষার সময় এক হাঁটু কাঁদা ভেঙে গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করত এই পথে। প্রাপ্ত গ্রামের মানুষ এই পথে গিয়ে আমন ধান চাষের জমি থেকে ধানের বোবা সংগ্রহ করত। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের মানুষদের দাবি ছিল এই রাস্তা ঢালাই করা হোক। কিন্তু স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত এ বাপারে সেভাবে কর্পপাত করেনি।

রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠা হবার পর ১২৫ দিনের গ্রামীণ কাজের প্রকল্প এই প্রথম শুরু হল এখানে। এই প্রকল্পে ২ লক্ষ ২২ হাজার ৯৯৫ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ ১ নম্বর পঞ্চায়েতের বিডিও প্রণয় রায়, বজবজ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ডা. তরুন আদক, চিংড়িপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেখ রাজেন আলী প্রমুখ। গ্রামের



বাসিন্দা শ্রবণ মণ্ডল বলেন, দীর্ঘ ৩ বছর পর ১২৫ দিনের প্রকল্পে গ্রামের ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন হল এতে আমরা অত্যন্ত খুশি। ডা. তরুণ আদক বলেন, ‘আগে কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে টাকা দিলেও তৃণমূলের সরকার সেই টাকার হিসাব দিতে পারেনি। তাই কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের প্রকল্পে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই আবার গ্রামীণ রাস্তার প্রকল্পের কাজ শুরু হল। এখন থেকে এই প্রকল্পে ১২৫ দিনের কাজ পাবে গ্রামের মানুষ। এর ফলে যেমন এলাকার উন্নয়ন হবে তেমনি গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান বাড়বে।’

ফলতায় অরণ্য সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা বিধানসভার হরিণডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তাহব্যাপী অরণ্য সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা



বিভিন্ন সংগীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সাধারণ মানুষদের মধ্যে বৃক্ষ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বনাধিকারিক নিশা গোস্বামী, অতিরিক্ত জেলাশাসক সাদ্দাম নাভাস, ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা শাসক অয়ন দত্ত, ফলতার বিডিও তন্ময় ভট্টাচার্য্য, হরিণডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নির্মাণ হালদার এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী নীতিশ মণ্ডল প্রমুখ। ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা তার বক্তব্যে বলেন, ‘আমাদের সরকার সবুজায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সারা রাজ্য জুড়ে। অরণ্য সপ্তাহের মাধ্যমে মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। বৃক্ষ রোপণ, বনাঞ্চল সৃষ্টি, ভূমিক্ষয় রোধ এবং জীব ও বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।’

আছে। একটি গাছ আমাদের মানব সভ্যতার পক্ষে আশীর্বাদের মতো। তাই যত্রতত্র বৃক্ষ ছেদন না করে বৃক্ষ রোপন করুন।

ভারতী সংঘের উদ্যোগে অরণ্য সপ্তাহ

সৃজিতা মালিক : ১৮ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালি থানার অন্তর্গত ভারতী সংঘের উদ্যোগে হয়ে গেল অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর নৈরেক যুব কেন্দ্রের ফরমার ডেপুটি ডিরেক্টর রজতশুভ্র নন্দর, প্রখ্যাত চিকিৎসক ড. মণীশ মণ্ডল, ভারতী সংঘের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায়, সভাপতি যুধিষ্টির রায় প্রমুখ। অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে গ্রামের মানুষদের বৃক্ষ বিতরণ করা হয়। সেই সঙ্গে

অন্যদিকে, ২০ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেতা তথা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস ওরফে ববির ‘মৌসুমী দাস ঘোষ। তিনি অভিযোগে উল্লেখ করেছেন, ২০১৮ সালের ২১ ডিসেম্বর তার স্বামী অভিজিৎ দাসের উপরে একটি নৃশংস প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল। তাতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীতার শিকার হন। সম্প্রতি ১৮ জুলাই আমতলায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর অবৈধ কার্যালয় যখন ভাঙ্গা হচ্ছিল, তখন তিনি

বিপত্তারিণী পূজা দিতে যাচ্ছিলেন ওই পথে। সে সময় সাংবাদিক ভাইদের জিজ্ঞাসার কারণে তিনি তার মনের ক্ষোভ উগরে দেন। তারপরই সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর যারা ডিজিটাল যোদ্ধা আছেন তারা বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে তার বিরুদ্ধে নানা কটুক্তি ও হুমকি দিতে থাকেন। এই ঘটনায় তিনি অত্যন্ত আতঙ্কিত। তার উপর সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, ২০৩১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে বিজেপির সমস্ত কার্যালয় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। এই সমস্ত বিষয়ে মৌসুমী দেবী অত্যন্ত আতঙ্কিত। তার এবং তার পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কারণ তিনি গৃহবধু বাড়িতে থাকেন কিন্তু তার স্বামীকে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সমাজ সেবার জন্য বাইরে থাকতে হয়। তাই তিনি আইনের বা প্রশাসনের সহযোগিতা চাইছেন যেন তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

শ্রাবণী মেলায় কপ্টার থেকে ফুলবৃষ্টি



নিজস্ব প্রতিনিধি : তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলার জন্য হুগলি জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করার কাজ চলছে, তবে তার জেরে যাতে রোগী এবং জরুরি পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিকল্প রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স, দুধের গাড়ি যাবে। ২১ জুলাই হরিপাল বিডিও অফিসে উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক ও সাংবাদিক সম্মেলন হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা শ্রীরামপুরের বিজেপি বিধায়ক ভাস্কর ভট্টাচার্য্য, জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি, গ্রামীণ পুলিশ সুপার কুনওয়ার ভূষণ সিং ও পুলিশ কমিশনার সুনীল যাদব।

এবার পুণ্যাধীশের জন্য রাস্তায় গাইড ম্যাপ রাখা হয়েছে, তাতে লেখা রয়েছে কোথায় কোথায় পানীয় জল, শৌচালয় ও চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। শনি, রবি ও সোমবার সন্ধ্যায় বেশি ভিড় হয়, তাই এই দিনগুলিতে ভিড় সামলাতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রাবণী মেলার আগেই বৈদ্যবাটি-তারকেশ্বর রোড ভাস্কর ভট্টাচার্য্য-তারকেশ্বর রোড সংস্কার করেছে পূর্ত দপ্তর। বৈদ্যবাটির থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত ১৫০ মিটার অন্তর প্রায় শতাধিক ডার্টবিন রাখা হয়েছে। এছাড়া বৈদ্যবাটি, কামারকুণ্ড রেল গেটগুলিতে দুর্ঘটনা ঠেকাতে পুলিশ ও জিআরপি বেশি মাত্রায় মোতায়েন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই

মনোভাঙানা পূর্ণ হয় বলে বিশ্বাস। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী পুণ্যাধীশের উপর হেলিকপ্টার থেকে ফুল ফেলা হল তারকেশ্বর। চন্দননগরের আলো জালিয়ে তোলা হয়েছে তারকেশ্বর। বৈদ্যবাটি সড়ক পথ, ক্ষেত্রতীর্থ তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলায় কয়েক লাখ ভক্তের সমাগম হয়। সরকার পরিবর্তনের পর এই ঐতিহাসিক মেলাকে জাতীয় মেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে মূল মন্দির থেকে গিয়েছে অবহেলিত, মন্দিরের চূড়ার রং, মন্দির থেকে খসে পড়ছে, গাছিয়েছে আগাছা, মেলার আগে মন্দিরটি রং করলে আরও সুন্দর লাগতো।

চুঁচুড়া রামকৃষ্ণ সারদা মন্দিরের বর্ষপূর্তি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিবছরের রথযাত্রার পুণ্যতিথির দিন চুঁচুড়া কামদেবপুর সুগন্ধায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মন্দিরে মহাসমারোহে দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উৎসব পালিত হল। ১৬

তরুণ গোস্বামী ভাগবন্তীর পরিবেশে ধর্মের কথা বলেন, ‘আগামীদিনে সব ধর্মের ওপরও শত বাঁধা সত্ত্বেও লেখা হবে বিবাদ নয় সহায়তা’, ‘বিশ্বশ নয় পরম্পরের ভাব গ্রহণ, মতবিরোধ



জুলাই ভোরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে মঙ্গলারতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সেখানেই হয় বেপাঠ ও স্তব গান। তারপরে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের মন্দিরে হয় বিশেষ পূজা আর হোম। এখানে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন অরিন্দম ধর। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মাবলম্বীভাবে এগিয়ে চলেছেন। এদিন বেলাুড় মঠের ঠাঁচে মূল মন্দিরের বাইরে সারাদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মঞ্চে বিশিষ্ট সাংবাদিক

নয়, ঐক্যতান ও শান্তি।’ কুসুম ভট্টাচার্য বলেন, ‘উদারতার সেই ধর্ম সব মানুষকে আলিঙ্গন করবে, সেই ধর্ম অসহিষ্ণু হবে না বা কাউকে পীড়ন করবে না।’ এদিন কথা শোনার জন্য প্রচুর ভক্তের সমাগম ঘটে। এই উপলক্ষে ‘ভাবতরঙ্গ’ একটি বই প্রকাশিত হয়। যাতে বিশিষ্ট মহারাজরা ও ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বিষয়ে রচনা করেন। সন্ধ্যায় রীণাপাণি সমিতির পরিবেশনায় সাড়া জাগানো যাত্রাপ্রদায় ‘সাধক রামপ্রসাদ’ পরিবেশিত হয়।

প্লাস্টিক ব্যবহার কম করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ জুলাই বাঁকুড়া ‘ইন্দারাগোড়া বোল বোম কমিটি’–র উদ্যোগে ২৬তম পবিত্র সাইকেল যাত্রা শুরু হয়েছিল। বাঁকুড়া শশুশনিয়ার পবিত্র বর্ণার জল নিয়ে ৪২ জন ভক্ত সাইকেলে করে বাঁকুড়া থেকে নেপালের পশ্চপতিনাথ শিব মন্দিরে বাবার মাথায় জল ঢালতে গিয়েছিল।



ইন্দারাগোড়া বোল বোম কমিটির সম্পাদক বিশ্ণুজিৎ কর্মকার জানান, ‘এবারের এই সাইকেল যাত্রা ২৬ তম বর্ষে পদার্পণ করল। আমাদের লক্ষ্য পরিবেশকে প্লাস্টিক

দূষণমুক্ত করা। আমাদের যাত্রাপথে সাধারণ মানুষকে প্লাস্টিকের ব্যবহার কম করার অনুরোধ জানিয়ে প্রায় ৯০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করব। এই পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে আনুমানিক ১৬ দিন সময় লাগবে।’ সাইকেল যাত্রার সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সুপার ভি.জি. সতীশ পশুমণী,

বিশিষ্ট প্রাক্তন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজসেবী প্রত্নেন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন পৌর প্রধান অলকা সেন মজুমদার সহ বিশিষ্ট মানুষজন।

নিয়ম ভঙ্গ হলে এলবিএস লাইসেন্স বাতিল হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা নিযুক্ত এলবিএস-রা(লাইসেন্সড বিল্ডিং সার্ভেয়ারস্) আর বেআইনি নির্মাণের দায়দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। একটি নির্মীয়মাণে কলকাতা পৌরসংস্থা অনুমোদিত প্ল্যান ব্যতীত কোনও কাজ হয়ে থাকলে তা কেন হয়েছে, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে হবে এলবিএসদের। কলকাতার তারাতলা বিপর্যয়ের পরে কলকাতা পৌরসংস্থার তরফে এমনই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পৌরসংস্থা সুদ্রৈখ্যব, কলকাতা পৌর এলাকা জুড়ে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অডিটের পরে একাধিক এলবিএসের কাছে কলকাতা পৌরসংস্থার তরফ থেকে শো-কাজ নোটিস পাঠানো হয়েছে। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, তাদের প্ল্যানে তৈরি হওয়া নির্মাণে বেআইনি কাজ হওয়ার কারণ কী? জবাবে পৌর কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধ না হলে সংশ্লিষ্ট এলবিএস-এর কেএমসির দেওয়া লাইসেন্স বাতিল করা হবে। এমনই কড়া সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয়েছে। ১৭ জুলাই তারাতলা বিপর্যয়ের সঙ্গে যুক্ত আর্কিটেক্ট ও স্ট্রাকচারাল রিভিউয়ারদের সঙ্গে কেএমসির বিল্ডিং দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তর আধিকারিকরা বলেন, বিল্ডিং স্ট্রাকচার এবং নকশার কাজে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকা ইঞ্জিনিয়ারদের কলকাতা পৌরসংস্থার তরফে এলবিএস লাইসেন্স দেওয়া হয়ে থাকে। তাদের কাজ জি+ফোর অর্থাৎ ৫ তলা বা তারও বেশি উচ্চতার বাড়ি অনুমোদিত প্ল্যান ব্যতীত নির্মাণের কাজে কোনও নিয়ম ভঙ্গ হচ্ছে কী না, তা নিয়মিত স্পটে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে অনেকেই স্বরণে আছে, এর আগেও কলকাতা পৌরসংস্থার তরফে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। আগের মহানগরিক ফিরহাদ হাকিম বহুবীর ‘টক টু মেয়র’ অনুষ্ঠানে এলবিএস-দের বিরুদ্ধে একাধিকবার ফ্লোড প্রকাশ করেছিলেন।

৮১ হাজার স্কুলে বসবে সোলার প্যানেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকাসহ সারা রাজ্য জুড়ে সরকার, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ও সরকারিভাবে বিদ্যালয়গুলিতে তাপ বিদ্যুতের বিরাট খরচ কমাতে বিদ্যালয়ের ছাদে পরিবেশ-বান্ধব সৌর বিদ্যুতের প্যানেল বসানো হয়েছে। রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকারের দ্বারা আবার তা আরও জোরদার রূপে এই ধরনের প্যানেল বসানোর আয়োজন করা হয়েছে। ১৭ জুলাই কলকাতার বণিকসভা আয়োচ্যাম আয়োজিত ‘এনার্জি মিট ২০২৬ অ্যান্ড এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস্’-এ এমনটাই জানানেন রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন। তিনি বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে শিল্প সংস্থাগুলির কাছে আর্থিক সাহায্যের আর্জি জানান। রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানির সিএসআর(কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি) ফান্ড থেকে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। সৌর শক্তির প্যানেল বসবে, রাজ্যের ৮১ হাজার স্কুলে। এতে স্কুলে তাপ বিদ্যুতের ব্যয়ও কমবে। ওই বেসরকারি সংস্থাগুলিও এ রাজ্যে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন।



যে প্যানেলগুলি খারাপ হতে শুরু করলো, ফলে ছাদে প্যানেল গুলি রোদ-বৃষ্টিতে খারাপ হয়েই পড়ে রইল কলকাতার অধিকাংশ স্কুলের ছাদে। স্কুল গুলির যে কে সেই তাপ বিদ্যুৎই ব্যবহার করতে শুরু করলো।

অক্টোবরে বৃত্তি পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬ আগামী ৮ অক্টোবর শুরু হবে। পর্ষদ সচিব অধ্যাপিকা অনুক্রমা দাস জানিয়েছেন, আগামী ৮ অক্টোবর হবে মাতৃভাষা(বাংলা), ৯ অক্টোবর

গণিত(অঙ্ক), ১২ অক্টোবর আমাদের পরিবেশ(বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোল) এবং ১৩ অক্টোবর হবে ইংরেজি। প্রতিটি বিষয়ের পূর্ণমান ১০০ নম্বর। প্রতিদিন পরীক্ষা হবে সকাল ৭টা ১৫ মিনিট থেকে ৯টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। প্রতিদিন মোট আড়াই ঘণ্টার পরীক্ষা।

মাঙ্গলিকী

সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজসেবার মিলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজসেবাকে এক মঞ্চে এনে এক অনন্য অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকল কলকাতার বিপ্লবী লীলা রায় ভবন। রবিবার, ১২ জুলাই, বিপিন বিহারী গান্ধুলী স্ট্রিটের ঐতিহ্যবাহী প্রেক্ষাগৃহে ওম্ ইন্টারন্যাশনাল

কুমার রায়চৌধুরী, ওম্ সাহিত্য কুটির পরিবারের সভাপতি ভক্ত গোপাল ভট্টাচার্য, প্রধান উপদেষ্টা পিনাকী বসু, সৌকর্য পত্রিকার সভাপতি দেবান্বিতা সেনগুপ্ত, ভাষা-গবেষক শিবান্বিতা মুখার্জী, নাট্যকার নবনীতা ব্যানার্জী এবং সুনীল বণিক-সহ সাহিত্য-



ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ওম্ সাহিত্য কুটির পরিবার-এর নববর্ষের দুটি বিবেচ্য সংখ্যার আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনার যোগ্যতাকে ঘিরে উপস্থিত সাহিত্যপ্রেমী, শিল্পী ও অভিযোজিত ঐতিহ্যের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

সংস্কৃতি জগতের বহু বিশিষ্টজন। কবি-লেখক দীপক চক্রবর্তী পরিবারের সাহিত্যচর্চা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোকপাত করেন। সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন রূপা চক্রবর্তী ও অরিন্জিৎ ঘোষ; নৃত্যে আদিত্রী ভদ্র, সাথী ব্যানার্জি ঘোষ ও সৌমি দাস; শ্রুতিনাটকে সুজাতা ঘোষ, রাজু কর্মকার, সুতপা অধিকারী, অদিতি মুখার্জী সেনগুপ্ত, সঙ্কিতা কানখাল প্রমুখ। আবৃত্তিতে বেজয়ন্ত রাহা, রজত সরকার প্রমুখ। সম্ভালনায় ছিলেন অরিন্জিৎ ঘোষ।

সংস্কৃতি জগতের বহু বিশিষ্টজন। কবি-লেখক দীপক চক্রবর্তী পরিবারের সাহিত্যচর্চা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোকপাত করেন। সাংস্কৃতিক পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন রূপা চক্রবর্তী ও অরিন্জিৎ ঘোষ; নৃত্যে আদিত্রী ভদ্র, সাথী ব্যানার্জি ঘোষ ও সৌমি দাস; শ্রুতিনাটকে সুজাতা ঘোষ, রাজু কর্মকার, সুতপা অধিকারী, অদিতি মুখার্জী সেনগুপ্ত, সঙ্কিতা কানখাল প্রমুখ। আবৃত্তিতে বেজয়ন্ত রাহা, রজত সরকার প্রমুখ। সম্ভালনায় ছিলেন অরিন্জিৎ ঘোষ।

মহানগরে সরলীকরণে বৃদ্ধি পাচ্ছে আয়কর আদায়ের পরিমাণ

প্রিয়ম গুহ : ১৬৭ তম আয়কর দিবস পালন করা হল পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম আয়কর দপ্তরের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী পদ্মাশ্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত, টেনিস তারকা

প্রযুক্তি আনতে হবে। নতুন সরকার আসার পর ১৫ শতাব্দী আয় বেড়েছে এরকম ভাবে চলতে থাকলে আরো ভালো দিকে এগোবে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমের মুখ্য

সাহায্য হয়েছে সরলীকরণের মাধ্যমে। ৮৫ কোটি দেশবাসী প্যান নিয়ে রেখেছে কিন্তু মাত্র ৯ কোটি মানুষ কর দিচ্ছে। তিনি করদাতাদের নিজের কর্তব্য পালন করতে আহ্বান করেন।



লিয়োভার পেজ। অর্থমন্ত্রী বলেন, একটা সময় ছিল যখন ইনকাম ট্যাক্স শুনলেই লোকে আতঙ্কিত হয়ে যেত এখন অনেক সহজ পদ্ধতি করা হয়েছে এখন নিজের থেকেই সবাই ইনকাম ট্যাক্স ভরে দিতে পারে, কাউকেই কারোর ওপর ভরসা করতে হয় না। দুর্নীতি অনেক কমেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সরকারি আয় আরো শক্তিশালী করতে হবে, অনেক জায়গায় এখনো ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে, মাইনিং সেক্টরটার দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। আরো দক্ষতা আনতে হবে, আরো

আয়কর আধিকারিক সুবর্ষী বর্মা গর্গ বলেন, ‘২৪ জুলাই ১৮৬০ সালে প্রথম আয়কর আইন লাগু হয়েছিল সেই থেকেই আয়কর দিবস হিসেবে এই দিনটিকে পালন করে আসা হচ্ছে। করদাতারা সবথেকে বড় ভূমিকা পালন করে দেশ গঠনের জন্য কারণ এই টাকাতেই দেশের পরিকাঠামো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিরাপত্তা গড়ে ওঠে।’ তিনি বলেন, আয়কর সহজ সরল হলে তাহলে করদাতারা কর দিতে পিছপা হবে না। ২০২৫ সালের নতুন আয়কর আইন চালু করেছে ভারত। সরকার যা কর দাতাদের অনেক

তাড়াতাড়ি সমস্যা মোটানো এবং কিভাবে সহজ করে কর দেওয়া যায় তা আয়কর দপ্তর বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাতে রয়েছে এআই নির্ভর করসাধী, কর সেতু, ব্রসিয়র সহ সামাজিক মাধ্যমে সংবাদ। গত অর্থবছরে ৬১০০ কোটি টাকা এসেছে কর থেকে যা ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অর্থবছরে ৭১০০ কোটি টাকা কর বাবদ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদের পুরস্কৃত করা হয়।

ছবি : প্রীতম দাস

ঝিল নিয়ে নতুন আশায় স্থানীয়রা

বরুণ মণ্ডল : রবীন্দ্র সরোবরের পর দক্ষিণ কলকাতার দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাশয় বিক্রমগড় ঝিল। এক সময় ঝিলের ক্ষেত্রমাণ ছিল প্রায় ১৪ একর। ২০০১ সালের পর থেকে চারপাশে দখলদারির জেরে এখন তা ৮ একরে(২৪ বিঘার কিছু বেশি) দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার সাংগঠনিক সিটি আবাসন আর প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ রোডের মাঝখানে এই জলাশয়। এর এক পাশে কলকাতা পৌরসংস্থার ৯৬ নম্বর ওয়ার্ড আরেক পাশে ৯৫ নম্বর নম্বর ওয়ার্ড।

সম্প্রতি এই ঝিল থেকে কচুরিগানা তুলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। তবে এই ঝিলের চারপাশে এমনভাবে দখলদারি হয়ে গিয়েছে, যে ঝিলের পাড় ধরে যাতায়াত করা যাচ্ছে না। সারি সারি বাড়ি আর দোকানের মাঝে লুকিয়ে সুবিশাল এই জলাশয়।

এই বিক্রমগড় ঝিল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের বরিশ্ট পৌরপ্রতিনিধি তপন দাশগুপ্ত বহুবীর পৌর অধিবেশনে প্রশ্ন-প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন।

বন্যায় হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন শিবলিঙ্গ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধীরবদের ধরা টেট থেকে পাওয়া মহারাজা দুর্জয়ের মণিমুক্তাখচিত রত্নমলে আংটি দেখে মহারাজের প্রিয়জনের(শুকুন্ডা) কথা মনে পড়ে। তদনুক্রম বেহালায় ধীরবদের স্পর্শে পাওয়া শিবলিঙ্গ দেখে ৪৮ বছর আগে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ভৈরবীতলাবাসীর ভৈরবী বাবার কথা মনে পড়ে।

হেহে করে দৌড়ে এসে তাদের পাড়ার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ভৈরবী বাবা শিবলিঙ্গের দর্শন পায়।

ভৈরবী মায়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ভৈরবী বাবার কোনও শোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয়রা জানতো ভৈরবী বাবা এই পুকুরে আছে। স্থানীয়দের কাছে এটা খুবই জাগ্রত পুকুর। এখন সংস্কার হওয়া এই পুকুরে জেলেরা মাছ ধরার সময় এই তরবারিসহ ভৈরবী বাবার সন্ধান পান। স্থানীয় মহিলাদের বক্তব্য স্থানীয় এই ভৈরবীতলা আজাদ হিন্দ ক্লাবের নিকটে প্রকাশ্য স্থানে ভৈরবী বাবার শিবলিঙ্গটি জাঁকজমক সহকারে কোনও এক সোমবার প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করা হবে। এমনভাবে করা হবে যাতে সকলভক্ত-দর্শনাধীরা সর্বক্ষণ ভৈরবী বাবার দর্শন পান। আগত দর্শনাধীরা বাবার সেবা করতে পারেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, আমরা ছোট্ট বেলা থেকে শুনে আসছি, ভৈরবী বাবা এই পুকুরে আছে। সত্যি সত্যি যে ছিল, আজ সকালে তার সন্ধান পাওয়া গেল। পাশেই ভৈরবী মায়ের মন্দির আছে।



স্থানীয় আদি বাসিন্দাদের বক্তব্য, এই বৃহন্নায়তন পুকুরটি বিধানসভা ভোটের আগে সংস্কার ও সৌন্দর্যবান হয়েছিল। এই পুকুরের পাড়ে স্থানীয় নাথ পরিবারের একটি শিবমন্দির দীর্ঘদিন যাবৎ ছিল। ১৯৭৮ সালের ভারী বন্যায় সেই মন্দিরটি এই ভৈরবী মায়ের পুকুরেই ধসে পড়ে। তখন শোঁজ করে

নাটক প্রতিযোগিতা



নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ ও ১২ জুলাই ব্লু স্কাই থিয়েটারের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় রাজপুর উপলব্ধ দত্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল ছোট নাটকের প্রতিযোগিতা। মঞ্চস্থল ও শহরতলীর ৬টি নাট্যদলের নাট্য প্রয়োজনা মঞ্চস্থ হল। প্রথম দিন রাজপুর বন্ধ স্বজন থিয়েটারের ‘হারাণো প্রাণি’, ব্যারাকপুর স্বজনের ‘মৌমাছি’, রাজপুর আগামীর ‘নানা রঙের দিন’ এবং দ্বিতীয় দিন গড়িয়া সূচ্যার ‘খুঁজি খুঁজি নাড়ি’, ব্লু স্কাই থিয়েটার (সোনারপুর)-এর ‘কাউন্ট-ডাউন’ এবং রাজপুর কথ কতার ‘তামাশা’

মঞ্চস্থ হল। প্রথম দিন রাজপুর বন্ধ স্বজন থিয়েটার সেন্টারের হারানো প্রাপ্তির সামগ্রিক প্রয়োজনা নির্দেশনা এবং বড় ছেলে ও নকল বাবার ভূমিকা যথাক্রমে অভিনেতা রানা দাশগুপ্ত ও শব্দ ভট্টাচার্যের সাবলীল,প্রাণবন্ত অভিনয় এবং দ্বিতীয় দিন ব্লু স্কাই থিয়েটার-এর কাউন্ট ডাউন নাটকে গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীর অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা ও মনোযোগ আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। জেলায় নাট্যচর্চা প্রচার ও প্রসারে ব্লু স্কাই থিয়েটার সোনারপুর এর এই ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়।



চেতলায় হিন্দ সংঘ, আর্ট অফ লিভিং ও চেতলা থানার যৌথ উদ্যোগে পালিত হল অরণ্য সপ্তাহ। সারা মাস ধরেই বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি নেবে উদ্যোক্তারা।

নিষিদ্ধ মোবাইল

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কুলে নয়, ক্লাস রুমসহ পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের কী প্যাড ফোন বা স্মার্ট ফোন কোনোটাই আনায় কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করলো পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এছাড়াও প্রার্থনাসভাসহ স্কুলের অন্য কোনও শিক্ষামূলক কর্মসূচির সময়ও ছাত্রছাত্রীরা কোনোভাবেই মোবাইল ফোন সঙ্গে রাখতে পারবে না। প্রয়োজনে রাজ্যের সমস্ত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল ফোন স্কুলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তা জমা করা জন্য বিশেষ সুরক্ষিত হেফাজতে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ বর্তমানে অনেক ছাত্রছাত্রী দূরদূরান্ত থেকে ট্রেনে-সাধারণ বাসে-অটোতে করে স্কুলে আসা-যাওয়া করে। যেভাবে কলকাতার বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল ছেঁদে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগপত্র ইত্যাদি জমা রাখার সুরক্ষিত ব্যবস্থা করা হয়। ক্লাসে পড়াশোনার আদর্শ পরিবেশ স্কুলের সৃষ্টি পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এছাড়া প্রয়োজন ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে মোবাইল ফোন আনায় শিক্ষণসাহিত্য করার দায়িত্ব পিতামাতা বা অভিভাবক-অভিভাবিকাদের গ্রহণ করতে হবে বলে জানিয়েছে শিক্ষা সংসদ। প্রয়োজনে অভিভাবক-অভিভাবিকারা স্কুলের যোগাযোগ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। রাজ্যের সমস্ত প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠানো নির্দেশিকায় দুই বোর্ড এটা জানিয়েছে। রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর দীর্ঘদিন আগেই পৃথকবৈধ করেছে, ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস চলাকালীন সহপাঠীদের সঙ্গে মোবাইলে গেম খেলছে বা চ্যাট চালাচালি করছে বা গিমেনো বা গান ডাউনলোড ইত্যাদি করছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই প্রবণতাটাই পেয়ে এই ঝিলের কাছে আসার আলো দেখছেন। ঝিলের চারপাশে প্রাতঃস্নানকারীদের হাঁটার জন্য রাস্তা ও বসার জায়গা এবং সুলভ শৌচাগার নির্মাণ হবে, এই নিয়ে তারা নগরোন্নয়ন মন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছেন।

বার্তা



লাপাতা : বছরের পর বছর ধরে, সাধারণ ও মধ্যবিত্ত মনুষ্য বুকে , কারোর থেকে নিয়েছেন জমি, কারোর থেকে নিয়েছে টাকা, করিয়ে দিয়েছেন ব্যাংক লেন, ফ্লাট বিক্রি করার নামে সময়ের অনেক আগেই হজম করে নিয়েছেন লোনের টাকা। সুযোগ বুকে কোনো ফ্লাট আবার বিক্রি করেছেন একাধিক বার। দিন বদলেছে তবুও খেমে রয়েছে সব অসম্পূর্ণ কাজ, সাথে খেমে রয়েছে ফাঁদে পড়ে যাওয়া, অসহায় ওই মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষগুলোর আশা আকাঙ্ক্ষা গুলো। আসবে কি আছে দিন ওনাদের জীবনেও ?

ছবি : অভিজিৎ কর



জয় জগন্নাথ : মহা ধুমধামে কলকাতায় ইসকনের ১৫৫ তম রথযাত্রা শেষ হল। ময়দানে রথের মেলায় কয়েক লক্ষ ভক্ত সন্মোগ হয় ৭ দিন ধরে। ভক্তিলোক অন্তর্ভুক্তনর সঙ্গে ছিল ভক্তদের জন্য প্রসারের আয়োজন। পূজা আরতি এবং রথ পরিক্রমায় উপচে পরেছিল ভক্তদের ভিড়।

ছবি : রিয়া দাস



দান : সাউথ সুবর্নান ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন ও শহীদ সুধা সিদ্ধ মার্কেটের উদ্যোগে ১৯ জুলাই আয়োজিত সম্বর্ধনা ও রক্তদান শিবিরে বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী ডা: ইন্দ্রনীল খাঁ এবং বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক শঙ্কর সিকদারকে সম্বর্ধিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান শক্তিধর মন্ডল, সম্পাদক রাজা তৌমিক, কোষাধ্যক্ষ অনিল নন্দী, হিসাবরক্ষক মলয় মুখার্জি। আরও ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্য, নীলাঞ্জনা রায়, শ্যামাপদ মজুমদার, শেখর ঘোষ প্রমুখ। ব্যবসায়ী সহ ৭০ জন রক্ত দান করেন।

ছবি : নিজস্ব



বৃক্ষরোপণ : ভারতীয় মজদুর সংঘ দ্বারা পরিচালিত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত মহেশতলা এবং বজবজ আতশ বাজী শ্রমিক কর্মচারি এবং ব্যবসায়ী সমিতি এবং ফায়ার ওয়ার্কস ক্লাস্টার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এবং ডিআইসির সহযোগিতায় অরণ্য সপ্তাহ পালিত হয় পুঁচখালী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শিক্ষার্থীদের নিয়ে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি করা হয়।

ছবি : অরুণ লোখ

জলসাঘরের গানের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২১ তম বর্ষে জলসাঘর আয়োজন করেছিল ১১ জুলাই বিকাল ৫ টায় গ্রাম্য সবুজ গাছগাছালিতে সেরা স্বপ্নপুরী ভিলায় নানা রঙের বাংলা গানের আসর। মনোজ্ঞ এই অনুষ্ঠানে নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের সমাবেশ হয়েছিল। সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি সহযোগে

তবলা বাদক নারায়ণ চন্দ্র খাঁড়া, বাবলু খাঁড়া, সম্প্রদায়ক রামচন্দ্র খাঁড়া। জলসাঘরের পক্ষ থেকে বেতার শিল্পী স্নেহা পালকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তার পরিবেশিত গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তারপর যথার্থ সংগীত পরিবেশন করেন অনুরাধা বাগ, অনন্যা গায়োন,



মনোমুগ্ধ হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানের পরিবেশ। শুরুতে জলসাঘরের সভাপতি সুভাষ চক্রবর্তী প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও স্বল্প ভাষণে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তারপরে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ও জলসাঘরের সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণতা পায় অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন জলসাঘরের অভিভাবক বাসুদেব কাবড়ী, ডাক্তার দীপক দাস, সংগীত শিক্ষক তপন গায়োন, প্রভাস মাজী,

অদ্রিজা প্রামাণিক, গৌতম রায়, প্রবীণ শিল্পী তপন গায়োন, প্রণব দাস, কল্যাণ দাস ও তরুণ পাল। তবলা বাদনে ও সহযোগিতায় ছিলেন শ্রীকান্ত পাল, সুব্রত পাল, বাবলু খাঁড়া, সুতীর্থ খাঁড়া, নারায়ণ খাঁড়া। পার্কেসানে প্রভাস মাজী। নৃত্যে শুভা খাঁড়া মণ্ডল ছাত্রীদের নিয়ে সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করেন। অন্ত্যনান সঞ্চালনা করেন রামচন্দ্র মণ্ডল ও মানস নন্দর।

‘আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ দিবস’ হয়ে উঠুক জনসচেতনতার...



উজ্জ্বল সরদার

‘ম্যানগ্রোভ’ শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে আমাদের মনে সুন্দরবনের কথা উঁকি দিয়ে ওঠে। কিন্তু বিশ্বের উষ্ণ প্রধান উপকূলীয় অঞ্চলেই এই প্রজাতির গাছের দেখা যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপকূলীয় প্রান্ত ছাড়াও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এসব জায়গায়ও ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের দেখা মেলে। শুধু পরিবেশের ভারাসাম্য রক্ষা নয়, ভূমিক্ষয় ও বিধ্বংসী ঝড়ঝঞ্ঝা থেকেও প্রান্তিক মানুষের রক্ষাকর্তা ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ। গ্রীষ্ম প্রধান আবহাওয়ায়, লবণ যুক্ত জলের অধিকা স্থানে জন্মানো এক বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদ হল ম্যানগ্রোভ। পরিবেশ থেকে বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এক অনন্য।



উপকারী প্রজাতি এটি। তবে নোনা জল ও মাটিতে জন্মানোর পর একটু মিষ্টি জল ও হাওয়ার সম্পর্শে দ্রুত বেড়ে ওঠে এই প্রজাতির গাছ। যেসব ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের পরিবর্তিত মূলতন্ত্র রয়েছে এবং যাদের জরায়ুজ অক্সুরোদগম হয় তারাি হল প্রকৃত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ। ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদগুলি প্রতিদিন দুইবার জোয়ারের নোনা জলে প্লাবিত হয় আবার তা ভাঁটার সময় জেগে যায়। সুন্দরবনের জঙ্গল অধ্যুষিত দ্বীপগুলিতে প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দেই ম্যানগ্রোভের নতুন চারা জন্ম নেয় ও বড় হয়। তবে সুন্দরবনে ভূমিক্ষয় রোধে কৃতিমভাবে ম্যানগ্রোভ চারা রোপণ

করার উদ্যোগ নজরে আসে। সুন্দরবনাঞ্চলের সব থেকে পরিচিত ম্যানগ্রোভ গাছ হল ‘সুন্দরী’। শাখাপ্রাশাখা যুক্ত, রুগ্ন দেহের এই গাছের পাতা, ফুল, ফল বিশেষ অনন্য। এই গাছের পাতার ওপর দিক গাঢ় সবুজ হলেও তলার দিক সাদাটে চকচকে। ঘণ্টাকৃতির হলুদ ঘিয়ে রঙের ফুলের মাঝে লালের আধিক্য বেশি। ফলগুলি গোলাকার তবে খাঁজকাটা। সুন্দরবনে অসংখ্য জালিকাকার সৈন্মুলের মোটা পাতার গর্জন গাছ দেখা যায়। রোগা দেহের ঝাঁকড়া গাছ যার কাণ্ড অমসৃণ, গাছের গায়ে খুব হাল্কা ছোট ছোট গুটিও দেখা যায় তা আদতে ঘেঁওয়া গাছ। এই সুন্দরবনেই কালো বাইন, পেয়ারা বাইন, জাত বাইন এসব ম্যানগ্রোভ গাছও বর্তমান আছে। আবার সুন্দরবন লাগোয়া গ্রামবাসীদের অতি পরিচিত

গাছগুলি হল– পশুর, খলসি, তরা, মান্দা, ধানি ঘাস, কুপাল, গোলপাতা, হেঁতাল প্রভৃতি। উল্লেখ্য সুন্দরবনাঞ্চলে প্রচলিত কথায় জানা যায় এই হেঁতাল ও গোলপাতার জঙ্গল বাঘের আশ্রয়ের জন্য বিশেষ সহায়ক। সমগ্র বিশ্বে প্রায় শতাধিক ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ থাকলেও তাদের মধ্যে থেকে আনুমানিক ৬০টি প্রজাতির আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃতি আছে। ২০১৫ সাল থেকে ইউনেস্কো ২৬ শে জুলাই বিশ্ব জুড়ে ‘ম্যানগ্রোভ দিবস’ পালন করে আসছে সাড়ম্বরে। গাছের সাথে মানুষের বন্ধন ও এই গাছ সংরক্ষণে যাতে মানুষ অনেক বেশি সজাগ সচেতন হয়ে ওঠে সেজন্যই এমন দিন পালনের উদ্যোগ। ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ শুধুই বাস্তুতন্ত্রের বিশেষ সহযোগী উদ্ভিদ



ও খাদ্যোপযোগী টক কেওড়া ও চাক কেওড়া গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ। চাটনি রান্না করতে এই গাছের ফলের অধিতীয় পাওয়া মুশকিল। কাঁকড়া গাছের প্রতি শাখাপ্রাশাখা মাথায় একগুচ্ছ পাতা ধারণ করে থাকে। এই গাছের পাতার গোড়ার দিকের তুলনায় মাথার দিক বেশ সূচালো। সুন্দরবনের জঙ্গলের প্রায় সর্বত্র দেখা যায় মঠ গরাণ বা জাত গরাণ ও ঝামাটি গরাণ বা জেলে গরাণ। আবার বড় বিশালাকৃতির হলুদ খয়েরি রঙের কাণ্ড যুক্ত গাছ হল গুঁধুল। খয়েরি রঙের বড় গোলাকার চার প্রকোণী যুক্ত শুক্ল একধরনের ফল এই গাছের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এমনি অন্যান্য ম্যানগ্রোভ

নয়। এই উদ্ভিদের ভেষজ গুণাবলীও মানুষের জীবনে বিশেষ উপকারে আসে। বাংলার দক্ষিণ প্রান্তীয় উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃত ভূমিভাগ রক্ষা ও গ্রামবসতি রক্ষা করা সম্ভবপর হচ্ছে এই বিস্তৃত ম্যানগ্রোভ বৃক্ষরাজির জন্যই। এতকিছু স্বত্তেও প্রায় নিয়মিত খবরের শিরোনামে দেখা যায় ম্যানগ্রোভ নিধন কর্মযজ্ঞ। মানুষ নিজেই নিজের লোভের জন্য নির্বিচারে ক্ষতি করে চলেছে প্রকৃতির, এ এক ক্ষমা অযোগ্য কাজ। তাই আন্তর্জাতিক ম্যানগ্রোভ দিবস পালন যতটা না ধুমধাম করে পালন করা যায়, তার থেকে বেশি ম্যানগ্রোভ সম্পর্কে জনসচেতনতা প্রচার বিশেষ জরুরী এক উদ্যোগ।

মাসান্তিক সুন্দরবন রক্ষায় জনআন্দোলন গড়ে তুলছে সবুজ বাহিনী



প্রশান্ত সরকার

প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের এক অনন্য উদাহরণ হল সুন্দরবন। বিশ্বের বৃহত্তম বর্ধীপ অঞ্চল এবং বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য হিসেবে সুন্দরবনের গুরুত্ব শুধু ভারতের বা বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী এই অরণ্য রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, নোনা জলের কুমির, অসংখ্য প্রজাতির পাখি, মাছ, কাঁকড়া এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের অন্যতম নিরাপদ আবাসস্থল। একই সঙ্গে এই অরণ্য লক্ষ লক্ষ উপকূলবাসীর জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রাকৃতিক সুরক্ষার প্রধান ভরসা। কিন্তু গত কয়েক দশকে জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, অতিরিক্ত লবণাক্ততা, বন উজাড় এবং মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে সুন্দরবনের পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় আইলা, বুলবুল, আফান, ইয়াস,



রেমাল–এর মতো একাধিক দুর্যোগ সুন্দরবনের নদীবাঁধ, কৃষিজমি, বসতি এবং বনাঞ্চলের ব্যাপক ক্ষতি করেছে। নদীর পাড় ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে, নষ্ট হয়েছে ফসল, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানুষের জীবন ও জীবিকা। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সুন্দরবনকে রক্ষা করার অন্যতম কার্যকর উপায় হিসেবে বিশ্বজুড়ে গুরুত্ব পেয়েছে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ ও নতুন করে ম্যানগ্রোভ রোপণ। গবেষণায় দেখা গেছে, ঘন ম্যানগ্রোভ বন জলোচ্ছ্বাসের শক্তি কমিয়ে দেয়, নদীবাঁধকে মজবুত করে, মাটির ক্ষয় রোধ করে এবং ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনে। একই সঙ্গে ম্যানগ্রোভ বন বিপুল পরিমাণ কার্বন শোষণ করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝাড়খালী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে একটি ব্যতিক্রমী সামাজিক উদ্যোগ– ঝাড়খালী সবুজ বাহিনী। এটি শুধু একটি পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন নয়; বরং এটি স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণে গড়ে ওঠা একটি জনআন্দোলন, যার মূল লক্ষ্য সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষা, নদীবাঁধ সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সবুজ সুন্দরবন গড়ে তোলা।

ঝাড়খালী সবুজ বাহিনীর জন্ম হয়েছে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এবং সুন্দরবনকে রক্ষার অঙ্গীকার

থেকে। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড় এবং লবণাক্ততার সঙ্গে লড়াই করে জীবনযাপন করছেন। প্রতিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে নদীবাঁধ ভেঙে যাওয়া, কৃষিজমি নষ্ট হওয়া এবং বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা স্থানীয় মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। এই বাস্তবতা থেকেই ২০০৭ সালে স্থানীয় যুবক প্রশান্ত সরকার গ্রামের কিছু যুবক–যুবতী, শিক্ষক, সমাজকর্মী, মৎস্যজীবী এবং মহিলাদের নিয়ে গড়ে তোলেন ঝাড়খালী সবুজ বাহিনী। সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল– সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষা সম্ভব নয়। প্রথমদিকে সংগঠনটি ছোট পরিসরে নদীর ধারে ম্যানগ্রোভের বীজ সংগ্রহ করে রোপণ শুরু করে। ধীরে ধীরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সমর্থন বাড়তে থাকে। পরে স্কুল–কলেজের ছাত্রছাত্রী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, পরিবেশপ্রেমী ব্যক্তি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই উদ্যোগ বৃহত্তর আকার ধারণ করে। আজ ঝাড়খালী সবুজ বাহিনী সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ ও পরিবেশ সচেতনতার ক্ষেত্রে একটি সুপরিচিত নাম।

অনেকেই মনে করেন, ম্যানগ্রোভ মৌসুমে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা বীজ থেকে চারা তৈরি করে সেগুলি নির্ধারিত এলাকায় রোপণ করা হয়। রোপণের পর কয়েক বছর ধরে নিয়মিত পরিচর্যা, আগাছা পরিষ্কার, ক্ষতিগ্রস্ত চারা প্রতিস্থাপন এবং পর্যবেক্ষণের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়। ঝাড়খালী সবুজ বাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল– ‘প্লান্ট, প্রোটেক্ট অ্যান্ড প্রিসার্ব’ নীতি। অর্থাৎ শুধু গাছ লাগানো নয়, বরং সেই গাছ বড় হওয়া পর্যন্ত তার দায়িত্ব নেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য।



সহজে মাটি ভেঙে নিতে পারে না। একই সঙ্গে এই শিকড় পানির গতি কমিয়ে দেয়, যার ফলে ঘূর্ণিঝড়ের সময় ঢেউয়ের ধাক্কাও অনেকটা কমে যায়। ম্যানগ্রোভ বন হাজার হাজার প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রজননক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে। সুন্দরবনের বহু মৎস্যজীবীর জীবিকা এই প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া ম্যানগ্রোভ বন পৃথিবীর অন্যতম কার্যকর কার্বন সিঙ্ক। অন্যান্য অনেক বনভূমির তুলনায় ম্যানগ্রোভ বেশি পরিমাণ কার্বন শোষণ করে জলবায়ু পরিবর্তনের গতি কমাতে সাহায্য করে। ঝাড়খালী সবুজ বাহিনীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হল ম্যানগ্রোভ প্লানটেশন। তবে এই কর্মসূচি শুধু গাছ লাগানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ প্রক্রিয়া। সংগঠনের সদস্যরা প্রথমে নদীর চর, ভাঙনপ্রবণ এলাকা এবং দুর্বল নদীবাঁধ চিহ্নিত করেন। এরপর সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ, পঞ্চায়েত, বনদপ্তর এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে কোথায় কোন প্রজাতির ম্যানগ্রোভ লাগানো সবচেয়ে উপযুক্ত হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে উপযুক্ত মৌসুমে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা বীজ থেকে চারা তৈরি করে সেগুলি নির্ধারিত এলাকায় রোপণ করা হয়। রোপণের পর কয়েক বছর ধরে নিয়মিত পরিচর্যা, আগাছা

পরিষ্কার, ক্ষতিগ্রস্ত চারা প্রতিস্থাপন এবং পর্যবেক্ষণের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়। ঝাড়খালী সবুজ বাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল– ‘প্লান্ট, প্রোটেক্ট অ্যান্ড প্রিসার্ব’ নীতি। অর্থাৎ শুধু গাছ লাগানো নয়, বরং সেই গাছ বড় হওয়া পর্যন্ত তার দায়িত্ব নেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য।



বিশ্ব উষ্ণায়ন নয়, সুন্দরবনের বড় বিপদ নদীর গভীরতা হ্রাস



ড. স্বপন কুমার মণ্ডল

মে–জুন এবং অক্টোবর–নভেম্বরে নিয়চাপ এবং তজ্জনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সুন্দরবনের সাধারণ ঘটনা। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাচীন যুগ থেকে এই ঘটনা ঘটে আসছে। মানুষ এই দুর্যোগপ্রবণতা মেনে নিয়েই যুগ যুগ ধরে এখানে বসবাস করে। ভাঙা–গড়ার দ্বন্দ্ব কখনও মানুষ জিতেছে, কখনও প্রকৃতি জিতেছে। কিন্তু কোনও সময়েই সুন্দরবন পুরোপুরি জনবসতিশূন্য হয়ে যায়নি। মধ্যযুগে আকবরের শাসনকালে, ওরঙ্গজেবের শাসনকালে কিংবা তারপর সুজাউদ্দিনের নবাবিতেও একাধিকবার নিয়চাপজনিত ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের উল্লেখ আছে। আবার ইংরেজ রাজত্বে প্রায় প্রতি দশকে দুর্যোগের কবলে পড়েছে সুন্দরবন। সমসাময়িক স্মৃতিচারণা এবং সরকারি নথিতে বারোবারে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বিবরণ মেলে। মায়ানমার থেকে চট্টগ্রাম হয়ে পুরো সুন্দরবন কিংবা, মেদিনীপুর হয়ে দক্ষিণ ভারত কোথাও না কোথাও আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাস। প্রকৃতির ঝেঁয়ালে কোনদিকে দুর্ভাগ্য এগোবে বলা মুশকিল।



ইদানীং বিশ্ব–উষ্ণায়নের প্রভাবে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংকট বেড়েছে। বিশেষত জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা প্রবল হয়েছে। কিন্তু এখানে বলায় যে, শুধু বিশ্ব–উষ্ণায়নের খাড়ে সব দায় চাপানো যায় না। স্থানিক পরিসরে অনেক সময় এটি একটি অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানের আড়ালে আসল কারণগুলি চাপা পড়ে যায়। বিগত কয়েক দশকের মধ্যে সুন্দরবনের নদীগুলির যে হাল হয়েছে তাতে বার্ষিক ঝাঁড়াঝিঁ জোয়ারেই জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা। কেনও আয়লা–আমফানের দরকার পড়ে না। খাতের গভীরতা অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ায় নদী–খাউগুলি আর যথেষ্ট জলধারণ করতে পারে না। এক্ষেত্রে বাঁয়ের উচ্চতা বাড়িয়েও পরিচায় মেলে না। তাছাড়া মাটির চরিত্র মেনে তার একটি সীমা আছে। খাত ভরাট হয়ে গেলে নিতা জোয়ার–ভাটার নদী জলস্তর প্রসারিত করে বাঁধ ছাপানে এটিই স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন হল, কেন এইভাবে নদীপ্রবাহগুলি মরছে? কেনই–বা সাধারণ খাল–দোয়ানিয়ার বুকে চর–চড়া? যে নদীতে জাহাজ চলেত, সে নদীর বুকে আজ একটি ইঞ্জিন বোটও চলে না। ভাটাতেও যে নদীর তল পাওয়া যেত না, সে নদী আজ ভরা জোয়ারেও যথেষ্ট নাব্য নয়। আবার যে নদীর খোয়া পার হতে যাত্রীদের বুক শুকিয়ে আসত, সে নদী এখন ভাটিবেলায় হেঁটে পেরানো যায়। মাতলা, ঠাকুরান, সপ্তমুখি, মুড়িগঙ্গা, বিদ্যাধরী, গাঁড়াল, ডাঁসা প্রভৃতি সব

নদী–খাড়ির বুকেই এখন চড়া অথবা চর। নদী–খাড়ি বা খাল–পয়ানগুলির মৃত্যু একদিনে বা আকস্মিকভাবে হয় না। দীর্ঘ সময় ধরে নিজের বয়ে আনা পলিতে নিজেই মরতে থাকে। প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়মে এমনটি হওয়ার কথা নয়। কারণ খাত বাঁচিয়ে পলি জমানোর একাধিক পদ্ধতি নদীর জন্য আছে। তাহলে এই অপমৃত্যু কেন? কারণ হিসেবে বলা যায়, এর পিছনে মানুষের ভূমি–লালসা যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী দুই ফুলের চরে জীবিকা–সম্পাদনী মানুষের বেহিসেবি আনাগোনা। বিগত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে জীবিকার দায়ে সুন্দরবনের মানুষ বাগদা মিন ধরতে শুরু করে। ১৯৮৮–র ঘূর্ণিঝড়ের পর বাগদা চিঙড়ির আন্তর্জাতিক বাজার ফিসারি মালিকদের কাছে যে অর্থনৈতিক বার্তা পাঠিয়েছিল, তারই পরিণতি এটি। প্লাস্টিক নেটের অতি–ব্যবহার এবং জীবিকা–সম্পাদনী মানুষের অবাধ গতি নদীর বুকে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তাতে জোয়ার–ভাটার স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয়। হাজার হাজার জীবিকা–সম্পাদনী মানুষের পায়ের আধাতে নদীচরের নতুন পলি যেমন ভেঙে পড়ে, তেমনি প্লাস্টিক নেটের ফাঁদে অপমৃত্যু ঘটে অজ্ঞান নতুন প্রাণ ও অঙ্কুরিত উদ্ভিদের। আজকের সুন্দরবনের নদীপ্রবাহের বুকে যত্রতত্র অস্বাভাবিক চড়া বা চর অনেকাংশে সেই ঘটনার ফলশ্রুতি। জোয়ারে বয়ে আনা পলি দুই কুলের চরে পতন না ঘটতে পারলে নদীকে নিজের বুকেই সেই পলি জমা করতে হয়।

কেন না সাগরের বুকে কোনও পলি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রাকৃতিকভাবে সম্ভব নয়। জোয়ার যে পলি বয়ে আনে, সেই পলি নদীর কুলে এবং সৃতিখালের চড়ায় চড়ায় ঢেউয়ের তালে তুলে দিয়ে যায় ভাটা। হলে রাখার কথা যে, স্বাভাবিক অবস্থায় মধ্যপ্রবাহে নদী কখনও পলি জমা করে না। কিন্তু খাল–সৃতিখাল কিংবা চরভূমিতে নদীর শরীর চর্চা করার সব জায়গা যদি মানুষ দখল নেয়, তাহলে নদী উপর বেপরোয়া দখলদারির ফলে পুরন্দা, বিদ্যা, হোগল, নবিপুকুরিয়া, নিমানিয়া সকলে গভীরতা হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে সমস্ত শাখাপ্রবাহের পলিধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় মাতলার মতো বিরাট নদী মোহনামুখে মৃত্যু এগিয়ে নিয়ে চলেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, পঞ্চমুখানি কিংবা দো–৫–৭ ফুটও থাকে না। নদীখাতের এই সংকট সুন্দরবনবাসীর জন্য কোনওভাবেই শুভঙ্কর হতে পারে না।

ঔপনিবেশিক সরকারের সিভিল সার্ভিস অফিসার উইলিয়াম হাটার রচিত ‘এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল আকাউন্ট অফ সুন্দারবনস’ ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি লিখেছেন, মাত্র চার ফুট উঁচু বাঁধ বানালে এবং সৃতিখালগুলি খোলা রাখলে সাধারণ অবস্থায় জলোচ্ছ্বাস ঘটে না। তিনি আরও লিখেছেন, অতিবৃষ্টি সুন্দরবনের জন্য বিপজ্জনক নয়। কারণ বর্ষার জল ভাটিতে

প্রত্যাশা করা যায় না। মানুষের পক্ষ থেকে, মানুষের স্বার্থেই তারা কর্তব্য নির্ধারণ করেন। নদীর স্বার্থ বোঝার মতো সচেতনতা স্বাভাবিকভাবেই তাদের বোধে আসে না। ফলে চর বা চড়া প্রান্তস্থ হলেই সেখানে চলে অবাধ দখলদারি। মাতলার বুকে যে চর সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ, মাতলার শাখা করতোয়া, আঠারো বাঁকা, বিদ্যাধরী, পিয়ালী প্রভৃতির অপমৃত্যু। আবার মাতলা চরের উপর বেপরোয়া দখলদারির ফলে পুরন্দা, বিদ্যা, হোগল, নবিপুকুরিয়া, নিমানিয়া সকলে গভীরতা হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে সমস্ত শাখাপ্রবাহের পলিধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় মাতলার মতো বিরাট নদী মোহনামুখে মৃত্যু এগিয়ে নিয়ে চলেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, পঞ্চমুখানি কিংবা দো–৫–৭ ফুটও থাকে না। নদীখাতের এই সংকট সুন্দরবনবাসীর জন্য কোনওভাবেই শুভঙ্কর হতে পারে না।

ঔপনিবেশিক সরকারের সিভিল সার্ভিস অফিসার উইলিয়াম হাটার রচিত ‘এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল আকাউন্ট অফ সুন্দারবনস’ ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি লিখেছেন, মাত্র চার ফুট উঁচু বাঁধ বানালে এবং সৃতিখালগুলি খোলা রাখলে সাধারণ অবস্থায় জলোচ্ছ্বাস ঘটে না। তিনি আরও লিখেছেন, অতিবৃষ্টি সুন্দরবনের জন্য বিপজ্জনক নয়। কারণ বর্ষার জল ভাটিতে

খালগুলি দিয়ে নেমে যেতে পারে। পরবর্তীতে জমিদারি দলিলে ৬ ফুট বা ১০ ফুট উঁচু বাঁধের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে দুইহস গোট বসানো সৃতিখালগুলি বেপরোয়াভাবে দখল নিয়েছে মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে বাঁয়ের উচ্চতাও বাড়াতে হয়েছে। জলক্ষীতি প্রশমনের যে কাজ খাল–সৃতিখালগুলি করতে পারত, তা আর হয় না। এমনকি অতিবৃষ্টিও এখন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে। নদীর গভীরতা কমে যাওয়ায় এবং দ্বীপাভ্যন্তরের খালগুলি দখল হয়ে যাওয়ায় বর্ষার জল সহজ নায়ে না। স্থানীয় মানুষ নিজেরা এই সমস্যা বুঝতে পারছেন। তবু কোনও এক অজানিত কারণে একজনের দেখাদেখি আর একজন নদীর উপর দখলদারি চালান। সজনেখালির কাছাকাছি দত্ত নামের একটি ছোট নদীকে ইদানীং দখল নিতে শুরু করেছে কিছু মানুষ। প্রতি মাসে লুকিয়ে চুরিতে কেউ না কেউ নদীচর দখল নিচ্ছেন। কিন্তু তারা বুঝতে পারছেন না ১ ফুট জায়গা দখল নিলেও সেটা নদীর বুকে আগ্রাসন এবং জলক্ষীতির কারণ। তারা বুঝতে পারছেন না আয়লা বা ইয়াসের মতো জলোচ্ছ্বাস যদি হয় এই দখলদারি সেই ক্ষতিকর বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। ২–৪জন দখলদারের জন্য গোটা গ্রাম ভাসবে লোনাজলে। এই পরিস্থিতিতে মানুষের শুভ বোধের জাগরণের জন্য দরকার সরকারি উদ্যোগে প্রচার এবং কড়া নিষেধাজ্ঞা।



প্রয়াত সোবার্স
ক্রিকেটের আকাশে নিভে গেল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাইশ গজের সর্বকালের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার, ক্রিকেট বিশ্বের জীবন্ত কিংবদন্তি স্যার গারথিন্ড সোবার্স আর নেই। ৮৯ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন বার্বাডোজের এই কিংবদন্তি। তাঁর চলে যাওয়ার সঙ্গে যেন শেষ হল ক্রিকেট রোমাণ্টিসিজমের এক স্বর্ণযুগ। ১৯৩৬ সালের ২৮ জুলাই বার্বাডোজে জন্ম। ক্রিকেটের ইতিহাসে তিনি শুধু একজন অসাধারণ ব্যাটার বা বোলার ছিলেন না, ছিলেন সম্পূর্ণ এক ক্রিকেটার। তিন বিভাগেই সমান দাপটে রাজত্ব করে অলরাউন্ডারের সংজ্ঞাটাই বদলে দিয়েছিলেন গারি সোবার্স। দেশের হয়ে ৯৩টি টেস্ট খেলেছেন। ৫৭.৭৮-এর দুর্দান্ত গড়ে করেছেন ৮,০৩২ রান। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ২৬টি শতরান। বল হাতে শিকার করেছেন ২৩৫টি উইকেট। আর কিংবদন্তি ব্লিপ ও ক্লোজ-ইন অঞ্চলে অসাধারণ দক্ষতায় নিয়েছেন ১০৯টি ক্যাচ।

টোটাল চেস
দাবায়, ক্যাভিডেটস প্রতিযোগিতায় যোগ্যতাঅর্জনের জন্য বিশ্ব দাবা নিয়ামক সংস্থা- ফিডে-ঘোষিত নতুন টোটাল চেস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ টার হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে হতে চলেছে। ১০ নভেম্বর শুরু হয়ে প্রতিযোগিতা চলবে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। ব্লিগ্জ, র্যাপিড এবং ফাস্ট ক্লাসিক বিভাগে বিশ্বের প্রথমসারির দাবাড়ুরা খেলতে নামবেন। প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এবং বিশ্বের বর্তমান এক নম্বর নরওয়ের কিংবদন্তি দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনও অংশ নেবেন।

প্রয়াত কেভিন
ইংল্যান্ডের ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ও কোচ কেভিন কিগান প্রয়াত। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। নিজের ক্লাব কেরিয়ারের সেরা সময় কাটিয়েছেন ইংল্যান্ডের লিভারপুলে। হ' বছরে তিনটি লিগ ও একটি ইউরোপিয়ান কাপ, দুটি উয়েফা কাপ সহ একাধিক শিরোপা জিতেছেন তিনি। বর্ষসেরা ফুটবলারের জন্য, ১৯৭৮, ১৯৭৯ সালে টানা দুবার, বার্ল দ্য অরও জিতেছেন কিগান।

কমনওয়েলথ
স্কটল্যান্ডের গ্রাসগোয় আগামী ২৩ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে কমনওয়েলথ গেমস। ১৭৫ সদস্যের ভারতীয় দল অংশ নিচ্ছে প্রতিযোগিতায়। দলে রয়েছেন ১২৬ জন ক্রীড়াবিদ ও ৪৯ জন সাপোর্ট স্টাফ। এবারের গেমসে ইভেন্টের সংখ্যা ৮টি। ৬২ সদস্যের অ্যাথলেটিক্স দলে রয়েছেন অলিম্পিকে স্বর্ণ পদক জয়ী নীরজ চোপড়া। এছাড়া স্প্রিন্টার গুরিন্দরবীর সিং, অনিমেষ কুজুর, ডেকাথলিট তেজস্বিন শঙ্কর এবং শট পুটার তাজিন্দরপাল সিং তুরের মতো অ্যাথলিটার ভারতীয় দলে থাকছেন। ভারোত্তোলনেও, মীরাবাই চানু, বিন্দ্যারানি দেবী এবং লাভপ্রীত সিং-এর মতো ভারতাকার থাকছেন গেমসে।

সিদ্ধু চ্যাম্পিয়ন
ভারতের পিভি সিদ্ধু জাপান ওপেন ব্যাডমিন্টনে মহিলাদের সিঙ্গেলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তিনি ভারতের প্রথম ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় হিসাবে জাপান ওপেন খেতাব জিতে ইতিহাস গড়েছেন। ফাইনালে সিদ্ধু ২১-১৭, ২১-১৭ ব্যবধানে জাপানের একাদে ইয়ামাগুচিকে হারিয়ে গিয়েছেন। সিদ্ধু দু'বছর পর কোনও প্রতিযোগিতায় তিনি বিজয়ী হলেন।

চ্যাম্পিয়ন মিনার্ভা
ইউরোপের বৃকে ভারতের জয়ধ্বনি! চণ্ডীগড়ের মিনার্ভা অ্যাকাডেমির অনূর্ধ্ব-১২ দল গোথিয়া ক্যাপের ফাইনালে ব্রাজিলের আরএস স্পোর্টস ইয়েলোকে ২-১ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মিনার্ভার খুদে ফুটবলাররা।

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্পেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ। ৩৯ দিন ধরে চলা বিশ্বকাপের ২৪তম আসর শুধু ফুটবলপ্রেমীদের উদ্দানদায় ভাসায়নি, তৈরি করেছে একের পর এক নতুন রেকর্ডও। টুর্নামেন্টের ফরম্যাট, ম্যাচের সংখ্যা, গোল, ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স, দর্শক উপস্থিতি থেকে প্রযুক্তির ব্যবহার-প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিহাসের পাতায় নতুন অধ্যায় যোগ হয়েছে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ২০২৬ বিশ্বকাপের উল্লেখযোগ্য রেকর্ডগুলি।

প্রথমবার ৪৮ দলের বিশ্বকাপ
বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম ৪৮ দলকে নিয়ে আয়োজিত হয়েছে টুর্নামেন্ট। ৩২ দলের পুরনো ফরম্যাট বদলে এবার হয়েছে ১০৪টি ম্যাচ। নকআউট পর্বে প্রথমবার চালু হয়েছে 'রাউন্ড অব ৩২'। শুধু তা-ই নয়, ইতিহাসে প্রথমবার তিন দেশ-মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা-যৌথভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে।

এক আসরে সর্বাধিক গোল
১০৪ ম্যাচে মোট ৩০৮টি গোল হয়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপে। বিশ্বকাপের এক আসরে এ গোল আগে কখনও হয়নি। প্রতি ম্যাচে গোলের গড়ও ২.৯-এর বেশি। দ্রুততম গোলটি এসেছে মাত্র ৬৫ সেকেন্ডে। তুরস্কের বিরুদ্ধে প্যারাগুয়ের হয়ে গোলটি করেন মাতিয়াস গালারজা।

ছয় বিশ্বকাপে মেসি-রোনালদো
বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছয়টি আসরে খেলার নজির গড়েছেন লিওনেল মেসি। তাঁর পর একই কীর্তি স্পর্শ করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। এর আগে জার্মানির লুথার মায়াতিস, ইতালির জিয়ানলুইজি বুফন এবং মেক্সিকোর গিল্‌মোর্ ওচোয়া পাঁচটি বিশ্বকাপে খেলার নজির গড়েছিলেন।

সবচেয়ে বয়স্ক কোচ অ্যাডভোকেট
৭৮ বছর ২৭১ দিন বয়সে কুরাসাওকে বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দিয়ে সবচেয়ে বয়স্ক কোচের রেকর্ড গড়েছেন ডিক অ্যাডভোকেট।

এর আগে এই রেকর্ড ছিল চেক প্রজাতন্ত্রের মিরোশ্লাভ কোবেকের দখলে। ৭৪ বছর ২৯৬ দিন বয়সে বিশ্বকাপে কোচিং করেছিলেন তিনি। সতীর্থ হিসেবে ছয় গোল বেলিংহাম-কেইন ও এমবাঙ্গে-দেবেলে বিশ্বকাপে সতীর্থ হিসেবে ছয়টি করে গোল করার বিরল নজির গড়েছেন ইংল্যান্ডের জুড বেলিংহাম-হারি কেইন এবং ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাঙ্গে-উসমান দেবেলে জুটি। এর আগে এমন কীর্তি ছিল হাঙ্গেরির শান্দোর কোচিশ-ফেরেল পুসকাস, ব্রাজিলের জাইরজিনিয়ো-পেলে এবং রোনালদো-রিভালদোর।



কোচ হিসেবে দেশমের ২৬ ম্যাচ
বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোনও দলের প্রধান কোচ হিসেবে সর্বাধিক ২৬টি ম্যাচে দায়িত্ব পালন করেছেন হাঙ্গেরির দিদিয়ের দেশম। এই নজির তিনি পেছেন ফেলেছেন জার্মানির হেলমুট শোয়ানকে। ২৫টি বিশ্বকাপ ম্যাচে কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি জয়ের রেকর্ডও এখন দেশমের দখলে।

সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা এমবাঙ্গে
বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন কিলিয়ান এমবাঙ্গে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে তিনি লিওনেল মেসিকে পেছনে ফেলেছেন। এমবাঙ্গের গোলসংখ্যা ২২, মেসির ২১। এর আগে ১৬ গোল নিয়ে এই তালিকার শীর্ষে ছিলেন জার্মানির মিরোশ্লাভ ক্লোস।

সর্বাধিক জয় মেসির
বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জয়ের রেকর্ড গড়েছেন লিওনেল মেসি। তাঁর জয় ২৩টি। এক ম্যাচে সর্বাধিক নয়বার গোলপোস্টে শট নেওয়ার রেকর্ডও করেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। পাশাপাশি বক্সের বাইরে থেকে সর্বাধিক সাতটি গোল করার নজিরও তাঁর দখলে।

এক বিশ্বকাপে সর্বাধিক অ্যাসিস্ট ওলিসের
এক বিশ্বকাপে সর্বাধিক সাতটি অ্যাসিস্ট করে নতুন রেকর্ড গড়েছেন স্পেনের মাইকেল ওলিস। এর আগে পেলের ছয়টি অ্যাসিস্ট ছিল সর্বোচ্চ।



ওলিসের অ্যাসিস্টের বড় সুবিধা পেয়েছেন কিলিয়ান এমবাঙ্গে।
পাসে সেরা রদ্রি
এক বিশ্বকাপে ৭৯০টি পাস দিয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছেন স্পেনের রদ্রি। এর আগে ২০২২ বিশ্বকাপে ৬৮৮টি পাস দিয়ে নিজেরই রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। এবার সেই নজিরও ছাপিয়ে গিয়েছেন স্পেনের তারকা। অসাধারণ পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার।

ভিন্ন ছয় বিশ্বকাপে গোল রোনাল্ডোর
বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভিন্ন ছয়টি আসরে গোল করা প্রথম ফুটবলার হয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসিও এই কীর্তি গড়তে পারেননি।
এলোয়া রুমসে ১৬ সেত
কুরাসাওয়ের গোলরক্ষক এলোয়া রুম এক ম্যাচে ১৬টি সেত করে নজির গড়েছেন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এক

ম্যাচে এত সেত খুবই বিরল। ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টিম হাওয়ার্ডও এমন কীর্তি গড়েছিলেন, তবে কম আরও কম সময়ে এই সংখ্যায় পৌঁছেছেন।
ক্লিন শিটে সেরা উনাই সিমোন
স্পেনের গোলরক্ষক উনাই সিমোন আট ম্যাচের মধ্যে সাতটিতেই ক্লিন শিট রেখেছেন। এক বিশ্বকাপে সাতটি ম্যাচে ক্লিন শিট রাখার নজির বিশ্বকাপে বিরল। এর আগে এক আসরে সর্বাধিক পাঁচটি ক্লিন শিটেই রেকর্ড ছিল নোদারল্যান্ডসের জনব্রোয়েডের।

দর্শক উপস্থিতিতেও রেকর্ড
দর্শক উপস্থিতির দিক থেকেও রেকর্ড গড়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপ। পুরো টুর্নামেন্টে ৬৫ লাখেরও বেশি দর্শক স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়েছেন। ১৯৯৪ সালের যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপের প্রতি ম্যাচে সর্বাধিক দর্শক উপস্থিতির রেকর্ডও এবার ছাপিয়ে গিয়েছে উত্তর আমেরিকার এই বিশ্বকাপ। এস্তাদিও অ্যাডর্টোর অনন্য নজির মেক্সিকোর ঐতিহাসিক এস্তাদিও অ্যাডর্টো প্রথম স্টেডিয়াম হিসেবে তিনটি ভিন্ন বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ আয়োজন করেছে। ১৯৭০, ১৯৮৬ এবং ২০২৬-তিনটি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ হয়েছে এই ঐতিহাসিক মাঠে।

প্রযুক্তির নতুন যুগ
প্রযুক্তির ব্যবহারেও নতুন দিগন্ত খুলেছে ২০২৬ বিশ্বকাপ। সেমি-অটোমেটেড অফসাইড প্রযুক্তি, 'মাট বল' এবং উন্নত ভিএআর ব্যবস্থার ব্যবহারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে আরও দ্রুত ও নির্ভুল। অফসাইড, গোল ও পেনাল্টি নিয়ে বিতর্ক কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি।

সব মিলিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ ছিল রেকর্ড ভাঙা-গড়ার এক অনন্য আসর। স্পেন ট্রফি জিতেছে, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নাম লিখেছেন মেসি, রোনাল্ডো, এমবাঙ্গে, রদ্রি, ওলিস, দেশম থেকে শুরু করে আরও অনেকেই। তাই বিশ্বকাপ শেষ হলেও ২০২৬-এর রেহেরে গল্প ফুটবলপ্রেমীদের মনে থেকে যাবে দীর্ঘদিন।

কাঠপুতুলের গ্রামে স্কুলক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কাঠপুতুলের গ্রামে অনুষ্ঠিত হল 'সিআইএসসিই জোনাল টুর্নামেন্ট-২৬' শীর্ষক স্কুলক্রীড়া প্রতিযোগিতা। পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত পিলা পঞ্চায়তের নতুনগ্রামে চারিদিকে সবুজে ঘেরা এই নতুনগ্রামের ঘরে ঘরে গড়ে উঠেছে কাষ্টমোদাই শিল্প। এখানকার তৈরি বিশেষ ধরনের কাঠপুতুল ইতিমধ্যেই 'জি আই' সামগ্রীর মর্যাদা লাভ করায় বিশ্বজুড়ে এই হস্তশিল্প সন্মারের চাহিদাও বাড়ছে। একসময় নতুনগ্রামে এসে সমাজসংস্কারক এবং ধর্মপ্রচারক স্বামী জানকীদাস শিক্ষাপ্রসারে ব্যাপিয়ে পড়েছিলেন। একসময় তাঁরই নামে নতুনগ্রামে একটি ইংলিশ মাধ্যম স্কুলও গড়ে ওঠে। সেই জানকীদাস বিদ্যাপীঠে আয়োজিত ৩ দিন ব্যাপী টুর্নামেন্টে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের (সিইএসসি, সিবিএসসি অনুমোদিত) ছয় শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। স্বামী জানকীদাস বিদ্যাপীঠের



অধ্যক্ষ সৈঁজুতি চৌধুরী বলেন, সিআইএসসিই-এর জোনাল লেভেলের টুর্নামেন্টটির আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। আমাদের এখানে তিন দিনে মোট তিনটি ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম দিন 'স্ট্রোল', দ্বিতীয় দিন 'হ্যান্ডবল' এবং তৃতীয় দিন 'খো খো' প্রতিযোগিতা ছিল। এই সকল ইভেন্টে সবমিলিয়ে ৬০৮ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। বুধবার 'খো খো' প্রতিযোগিতায় নিজের একটা টিম নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট প্রবীণ ক্রীড়াবিদ এবং

কোচ তথা আন্তর্জাতিক সঁতারক জগতের নক্ষত্র সায়নী দাসের পিতা রামেশ্যাম দাস। তিনি বলেন, এখানকার সবুজ ঘেরা পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে। সেইসঙ্গে এখানে যদি সর্বসাধারণের ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা আদর্শ সুইমিংপুল গড়ে তোলা যায় তাহলে গ্রামবাংলায় খেলাধুলার ক্ষেত্রে আরও উন্নতি হবে বলে আমি মনেপ্রাণে করি এবং এবিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছেও একটা আবেদন রেখেছি।

সোনা জিতে কুলপিতে ফিরলেন নোফিসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদেশের মাটিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার কুলপির মেয়ে নোফিসা খাতুন। চীনের অর্ডোস শহরে অনুষ্ঠিত এশিয়ান অনূর্ধ্ব ২৩ অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের ৪x৪০০ মিটার রিলে দলে অংশ নিয়ে স্বর্ণপদক জয় করেছেন তিনি। নোফিসার সঙ্গে ভারতের হয়ে আরও ৩ জন অ্যাথলিট এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। রিলে দলের শেষ দৌড়বিদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নোফিসা। চীন, জাপান-সহ একাধিক শক্তিশালী দেশের প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে ভারত প্রত্যাগীয়া করে।

প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার কুলপি বিধানসভার রাঙাফলা গ্রামের বাসিন্দা ২১ বছরের নোফিসা

খাতুনের এই সাফল্যে গর্বিত গোটা এলাকা। চার ভাইবোনের মধ্যে তিন বোনের সবচেয়ে ছোট নোফিসা,



তার নিচে রয়েছে এক ভাই। ইটের দেয়াল ও অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া ছোট বাড়িতে চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যেই বেড়ে ওঠা নোফিসার জীবন সংগ্রাম আজ বহু তরুণ-

তরুণীর কাছে অনুপ্রেরণা। করঞ্জলী গার্লস স্কুলে পড়াশোনার সময় থেকেই অ্যাথলেটিক্সে হাতেখড়ি

নোফিসার। কষ্টের পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং অদম্য মানসিক জোরের জোরেই ধাপে ধাপে নিজেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি।

স্বর্ণপদক জয়ের পর কুলপিতে ফিরতেই নোফিসাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এলাকার বাসিন্দা, ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ এবং শুভানুধ্যায়ীরা। ফুলের মালা পরিয়ে এবং সংবর্ধনার মাধ্যমে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। নোফিসা বলেন, 'ছোট থেকেই দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়েছি। আজ দেশের হয়ে স্বর্ণপদক জিততে পেয়ে খুবই আনন্দিত। আগামী দিনে আরও বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। সকলের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা থাকলে ভবিষ্যতেও দেশের জন্য আরও সাফল্য এনে দিতে পারব।'

নোফিসার এই ঐতিহাসিক সাফল্যে শূশির আবহ কুলপি-সহ সমগ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। তাঁর এই অজ্ঞান আগামী প্রজন্মের কাছে এক অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আত্মরক্ষার্থে মার্শাল আর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধর্ষন বা শ্লীলতাহানি থেকে রক্ষা পেতে মেয়েদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন বীরভূম জেলার এক পুলিশকর্মী। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে তিনি 'মিশন অনন্যা' নামে এক প্রজেক্ট শুরু করেছেন। এই মিশন হল মেয়েদের আত্মনির্ভর করে তোলা। শ্লীলতাহানি বা ধর্ষণের শিকার যাতে কোনো মেয়ে না হয় তার জন্য ২০১৫ সাল থেকে চাকরির ফাঁকে তিনি মেয়েদের মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এখনো পর্যন্ত প্রায় ৭০০০০ মেয়েকে তিনি একদম বিনামূল্যে আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তাঁর এই কাজ শুরু করার কারণ ছিল দিল্লীর গণধর্ষণ এবং বাংলায় ঘটে যাওয়া কামদুর্দিন গণধর্ষণ কাণ্ড। এই দুটি ঘটনা ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলেন্টারি ফোর্সের বীরভূম জেলা ব্যাটেলিয়নের অধীনে কর্মরত কনস্টেবল কৌশল সান্যারাকে মানসিকভাবে বিদ্ধ করে। এরপরেই কন্যা সুরক্ষার জন্য তিনি শুরু করেন মিশন অনন্যা নামক একটি প্রজেক্টের কাজ। এই প্রজেক্টের মূল কাজ হল বিনামূল্যে মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেওয়া।

তাঁর কার্যার্টে প্রশিক্ষণ চলে। ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই তার কাছে প্রশিক্ষণ নেয়। কারো কাছেই তিনি টাকা নেন না। বীরভূম জেলার গণ্ডী ছাড়িয়ে তিনি অন্যান্য জেলা বর্ধমান, হুগলি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। দিল্লী এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যেও মিশন অনন্যার কাজ তাঁর হাত ধরে মেয়েদের কাছে পৌঁছে গেছে। তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে বর্তমানে অনেক মেয়েই

বাজারে চলছে তার মূল্য নামমাত্র। মেডেল নির্ভর খেলা শিখে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রকৃত বিপদে পড়লে অর্থাৎ যেভাবে নির্ভা বা অভয়ার ওপর আক্রমণ নেমে এসেছিল বা কামদুর্দিন কাণ্ড ঘটেছিল সেই প্রকার বিপদের থেকে বাঁচতে হলে মেডেল নির্ভর খেলা থেকে নিজেকে বের করে আনতে হবে। যুদ্ধকলা শিখতে হলে মেডেলের আশা ছাড়তে হবে আর মেডেল চাইলে যুদ্ধকলা ছাড়তে হবে।



উপকৃত হয়েছে। বিপদে নিজেকে রক্ষা করতেও পেরেছে অনেক নারী। কেউ রাশিয়া কেউ নেপাল থেকে ভারতের হয়ে খেলে স্বর্ণপদক এনে দিয়েছে দেশকে।

মাত্র ১৪ বছর বয়স থেকেই কার্যার্টে শেখা শুরু করেন নারী সুরক্ষার কাজে কর্মরত এই কনস্টেবল। কার্যার্টে ছাড়াও জুডো, তাইক্বান্ডো, কুংফু ইত্যাদি মার্শাল আর্টেও তার রীতিমতো দক্ষতা আছে। জিমনাস্টিক শিখাতেন উত্তরপাড়ায়। সবমিলিয়ে মার্শাল আর্টকে নেশায় পরিণত করেছেন তিনি। ২০২৫ সালে গুজরাতে ন্যাশনাল চেম্পিয়নশিপ এ ওয়ার্ড পান। সেই বছরেই দিল্লীতে পান চেতন চৌহান আনসাং হিরো স্পোর্টস কোচ আওয়ার্ড। তাঁর বায়োপিকের ওপর একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছে হিরো মোটোকর্প। তিনি বলেন, 'বর্তমানে যে মার্শাল আর্ট

তিনি মেয়েদের ক্রমাগত একটাই মন্ত্র কানে দিয়ে চলেছেন, তা হল যুদ্ধে কোনো নিয়ম নেই। বিপদে পড়লে আক্রমণ করতে হবে হিংস্র বাঘের মতো।'

১৬ জুলাই কীর্তিহার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রায় দুই শতাধিক স্কুলছাত্রীকে তিনি আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দেন। স্কুলের টিচার-ইন-চার্জ দিল আফরোজ খাতুন বলেন, 'স্কুলের মেয়েরা খুব উৎসাহের সাথেই এই প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এইধরনের প্রশিক্ষণ বর্তমানে খুবই প্রয়োজন। একদম নতুন ধরনের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে দেখলাম যা আমাদেরও বিপদে পড়লে কাজে আসবে।' স্কুলের শিক্ষিকা সঙ্গীতা মাজি যোষ বলেন, 'আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ সকল বয়সের মেয়েদেরই নেওয়া প্রয়োজন। কৌশল স্যার নিজে উদ্যোগী হয়ে যে কাজ করছেন সকলের উচিত তার এই কাজকে সাপোর্ট করা।'

সাঁতার শুধু খেলা নয়, জীবন বাঁচানোর দক্ষতা

সোমনাথ পাল : বিশ্ব জলে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট (সিনি) ও মেদিনীপুর সুইমিং ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুরে এক বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সাঁতারকে শুধু প্রতিযোগিতা নয়, জীবনরক্ষাকারী দক্ষতা হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।



জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সচেতনতামূলক র্যালির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত মেদিনীপুর কোতোয়ালি মহিলা থানার ইন্সপেক্টর কবিতা দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডা. শঙ্কর গুহাইত, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি, মেদিনীপুর সুইমিং ক্লাবের কর্মকর্তারা, জাতীয় সঁতার আফরিন জাবি এবং সিনির প্রতিনিধিরা। কর্মসূচিতে জল নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা, সাঁতার প্রতিযোগিতা, ওয়াটার পোলো, ডাইভিং ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৮০ জন

প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে অংশ নেন। সিনির ন্যাশনাল অ্যাডভোকেসি অফিসার সুজয় রায় বলেন, নিরাপদ সাঁতার শিক্ষা, শিশুদের নিরাপদ তত্ত্বাবধান, ঝুঁকিপূর্ণ জলাশয়ে সুরক্ষা, উদ্ধার ও সিপিআর প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা-এই ৫টি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি। আয়োজকদের আদ্যন, প্রতিটি শিশুকে নিরাপদে সাঁতার শেখানো হোক এবং জল নিরাপত্তা সচেতনতাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা হোক।

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

দেশলোকে

প্রকাশিত

ভারত কেশরী

শ্যামাপ্রসাদ

লিখেছেন :

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, তথাগত রায়, বিমলশঙ্কর নন্দ, স্বামী দিব্যানন্দ, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পঞ্চজ কুমার রায়, অমিতাভ সেন, ডঃ দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য, ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, প্রিয়ম গুহ, বরুণ দাস, ডঃ দীপক কুমার বড় পণ্ডা, প্রণব গুহ, শান্তনু সিংহ

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে